Sancti Leonis Magni

Tractatus
Sermo XCV - Sive homilia de gradibus ascensionis ad beatitudinem

লাতিন পাঠ্যের লিংক। লিংকে যাওয়া সম্ভব না হলে তবে (অশুদ্ধ) পাঠ্যে এ লিংক ব্যবহার্য।

Epistola XXVIII - Epistola dogmatica ad Flavianum

লাতিন পাঠ্য: Hahn এঁর সংস্কৃত পাঠ্যের লিংক: লিংকে গিয়ে (সময় লাগতে পারে!) ব্রাউজারের অনুসন্ধান স্থানে (নিচে বাঁমে) Epistola dogmatica an Flavian প্যাস্ট করুন। এ লিংকে যাওয়া সম্ভব না হলে তবে (অশুদ্ধ) পাঠ্যের এ লিংক ব্যবহার্য।

Translation: Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2019-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition: 8 December 2019

Version 1.2 (April 28, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

মহাপ্রাণ সাধু লিও

সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ

ফ্লাবিয়ানুসের কাছে ধর্মতাত্ত্বিক পত্র

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু লিওর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ

দেহের অলৌকিক আরোগ্যদান মনের নিরাময়ের জন্যই সাধিত

প্রথম ধাপ—আত্মায় দীনহীনতা অর্থাৎ বিনম্রতা

শাস্ত্রে বিনম্রতা বিষয়ক নানা উদাহরণ

দ্বিতীয় ধাপ—শোকভোগ

তৃতীয় ধাপ—কোমলপ্রাণ

চতুর্থ ধাপ—ধর্মময়তার জন্য আকাঙ্ক্ষা

পঞ্চম ধাপ—দয়াকর্ম

ষষ্ঠ ধাপ—শুদ্ধহৃদয়তা

সপ্তম ধাপ—শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

ফ্লাবিয়ানুসের কাছে ধর্মতাত্ত্বিক পত্র

পরিশিষ্ট : খাল্কেদোন মহাসভার বিশ্বাস-সূত্র

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রবচন (প্রবচন-মালা)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ পিতর (পিতরের ১ম পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

ভূমিকা

মহাপ্রাণ সাধু লিওর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহাপ্রাণ সাধু লিও-র প্রকৃত জন্মস্থান অজানা হলেও তিনি সম্ভবত ইতালির অন্তর্ভুক্ত এত্রুরিয়া প্রদেশে (বর্তমানকালীন তস্কানা প্রদেশে) আনুমানিক ৩৯০ সালে জন্ম নেন। তাঁর নিজের লেখা থেকে জানা যায়, ৪৩০ সালে তিনি রোম-মণ্ডলীতে পরিসেবক পদে নিযুক্ত হন, এবং পরবর্তী দশ বছর ধরে পোপের প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপের নানা স্থানে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। পোপের মৃত্যুতে তিনি ৪৪০ সালে পোপ পদে উন্নীত হন। ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে তাঁর সুনাম এখনও সর্বস্বীকৃত, ও তাঁর নানা লেখার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশপ ফ্লাবিয়ানুসের কাছে তাঁর একটা ধর্মতাত্ত্বিক পত্র যা ৪৪৯ সালে লিখিত হয়েছিল ও যার সারকথা খাল্কেদোন মহাসভার খ্রিষ্টতত্ত্ব-গবেষণা ও বিন্যাসে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (৪৫১ সালে) । পত্রটা এ পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে উপস্থাপিত। তাঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে ১৪৩টা পত্র ও ৯৬টা উপদেশ উল্লেখযোগ্য।

ধর্মীয় ব্যাপারে ছাড়া তিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্যও যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালান। এক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনা হল আত্তিলা নামক বর্বর সেনাপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। সেই আত্তিলা ৪৫৫ সালে উত্তর ইতালি দখল করে সমস্ত দেশ লুট করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় পোপ লিও তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাঁকে এমন কথা বলেন যার ফলে আত্তিলা অবিলম্বে তাঁর সমস্ত সেনাবিহিনীর সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যান।

সাধু লিও ১০ই নভেম্বর ৪৬১ সালে মারা যান। কালক্রমে সম্মানার্থে তাঁকে ‘মহাপ্রাণ’ উপাধি আরোপ করা হয়। তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর আচার্যদের মধ্যে পরিগণিত।

রোমের পোপ মহোদয়

মহাপ্রাণ সাধু লিওর

৯৫তম উপদেশ

তথা

সুখ-লাভ অভিমুখে আরোহণ-ধাপ বিষয়ক উপদেশ

যা সম্পর্কে লেখা আছে: তিনি লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি …(ক)

সূচীপত্র

মথি-রচিত সুসমাচারের এ গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছদ (মথি ৫:১-৫) সম্পর্কে সাধু লিও-র এই উপদেশ সুখ-বাণী বিষয়ক অন্যান্য লেখকদের উপদেশের মধ্যে প্রাধান্যের অধিকারী। উপদেশে প্রভু যিশু এমন নব মোশিরূপে উপস্থাপিত যিনি পর্বতচূড়ায় নবসন্ধির নববিধান জারি করেন। প্রথম সুখ-বাণী তথা 'আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধু লিও প্রকটভাবে বুঝিয়ে দেন যে, আর্থিক দরিদ্রতা শুধু নয়, আত্মায় দীনহীনতা অর্থাৎ বিনম্রতাই মানুষকে সুখী বলে চিহ্নিত করে। উপদেশ প্রদানের তারিখ অজানা: ৪৪৬-৪৬১ সালের মধ্যে যেকোন তারিখ।

উপদেশের সূচী

১। বাহ্যিক আরোগ্যদানের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট মানুষের মন সেই আন্তরিক আরোগ্যদানের জন্য প্রস্তুত করেন যা অনুগ্রহের মধুরতা দ্বারা সাধিত।।

২। যা সকলের অধিকার হতে পারে, সেই বিনম্রতাই সুখ-লাভ অভিমুখে প্রথম ধাপ।

৩। সেই ধনবান ও শক্তিশালী দীনহীনতা যা প্রেরিতগণের মধ্যে, সর্বপ্রথমে পিতরেই, বিদ্যমান।

৪। কোন্ শোক সুখ-লাভ অভিমুখে যাত্রাপথ?

৫। কোমলপ্রাণদের কাছে কোন্ দেশ বা প্রতিশ্রুত?

৬। ধর্মময়তার জন্য তৃষ্ণা ঈশ্বরকে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৭। দয়া মানুষকে ঈশ্বরের সদৃশ করে তোলে।

৮। ঈশ্বরের দর্শন পাবার জন্য হৃদয়ের চোখ শুদ্ধ করা দরকার।

৯। কোনটাই বা সেই প্রকৃত শান্তি যা মানুষকে ঈশ্বরসন্তান করে তোলে?

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

দেহের অলৌকিক আরোগ্যদান মনের নিরাময়ের জন্যই সাধিত

১। প্রিয়জনেরা, যখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ঐশরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করছিলেন, ও সমস্ত গালিলেয়া জুড়ে নানা রোগ নিরাময় করছিলেন, তখন তাঁর পরাক্রম-কর্মের কথা সমস্ত সিরিয়া জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল, ও সমগ্র যুদেয়া থেকে বহু লোকের ভিড় স্বর্গীয় চিকিৎসকের কাছে (ক) নদীর জলের মত ভেসে আসছিল। কেননা, যেহেতু মানুষের অজ্ঞতা যা দেখে না, তা বিশ্বাস করতে, ও যা জানে না তাতে আশা রাখতে অধিক ধীর, সেজন্য, দিব্য জ্ঞানদানে যাঁদের সুস্থির করার কথা ছিল, দৈহিক উপকার ও দৃশ্য অলৌকিক কাজ দ্বারা তাঁদের উদ্দীপিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁরা তাঁর তত মঙ্গলময় পরাক্রমের অভিজ্ঞতা ক'রে তাঁর শিক্ষা পরিত্রাণদায়ী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা না করেন। তাই বাহ্যিক আরোগ্যদান যেন আন্তরিক প্রতিকারে রূপান্তরিত হতে পারত, ও শারীরিক সুস্থতাদানের পরে যেন আত্মারই নিরাময় সাধিত হতে পারত, সেজন্য প্রভু চারপাশের ভিড় থেকে দূরে গিয়ে নিকটবর্তী পর্বতের এক নির্জন স্থানে গিয়ে উঠলেন, ও সেখানে প্রেরিতদূতদের কাছে ডাকলেন, যাতে রহস্যময় শিক্ষাসনের উপর থেকে উচ্চতর শিক্ষাদানে তাঁদের উদ্বুদ্ধ

করতে পারেন; তেমন উচ্চ স্থান ও তেমন উচ্চতর উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চাচ্ছিলেন, তিনি নিজেই একসময়ে মোশির কাছে কথা বলায় প্রসন্নতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি অধিকতর ভয়ঙ্কর ন্যায্যতার সঙ্গে, এখানে বরং পবিত্রতম মমতার সঙ্গেই কথা বলেন, যাতে নবী যেরেমিয়া যা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণতা লাভ করতে পারে, তথা: *দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। সেই দিনগুলির পরে—প্রভুর উক্তি—আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার বিধান রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব* (খ)।

অতএব, যিনি মোশির কাছে কথা বলেছিলেন, তিনি প্রেরিতদূতদেরও কাছে কথা বললেন, এবং ঐশবাণীর ক্ষিপ্র হাত নবসন্ধির বিধিনিয়ম শিষ্যদের হৃদয়ে লিখল ও স্থাপন করল। এবার কিন্তু তিনি সেকালের মত কোন ঘন মেঘের অন্ধকারের মধ্যে থেকে নয়, পর্বত থেকে জনগণকে দূরে রাখছিল তেমন ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতের মধ্য দিয়েও নয় (গ), কিন্তু প্রকাশ্যেই উপস্থিত সকলের কাছে শান্ত সংলাপে নিজেকে শ্রুতিগোচর করলেন, যাতে অনুগ্রহের কোমলতার মধ্য দিয়ে বিধানের কঠোরতা দূর করা হয়, ও দত্তকপুত্রত্বের প্রেরণা দাসত্বের আতঙ্ক অপসারণ করে (ঘ)।

প্রথম ধাপ—আত্মায় দীনহীনতা অর্থাৎ বিনম্রতা

২। সুতরাং, খ্রিষ্টের শিক্ষা কেমন, তাঁর নিজের পবিত্র বচনগুলোই তা প্রমাণ করে, যাতে যারা শাশ্বত আনন্দে পৌঁছতে বাসনা করে, তারা আনন্দময় আরোহণের ধাপ জানতে পারে।

তিনি বললেন, *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই* (ক)। কেবল ‘দীনহীন যারা, তারাই সুখী’ ব’লে তিনি যদি আদৌ কিছুই যোগ না দিতেন যা দ্বারা দীনহীনদের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যেতে পারত, তাহলে ঐশসত্য কোন্ প্রকার দীনহীনদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিলেন, তা সম্ভবত অনিশ্চিত হত; এবং আমরা মনে করতে পারতাম, স্বর্গরাজ্য অর্জন করার লক্ষ্যে কেবল সেই দীনতাই যথেষ্ট, যে-দীনতায় অনেকে ভারী ও কঠোর বাধ্যবাধকতার অধীন হয়ে ভুগছে। কিন্তু তিনি যখন

বলেন, *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী*, তখন দেখান যে, স্বর্গরাজ্য তাদেরই দেওয়া হবে, সম্পদের অভাবের চেয়ে অন্তরের বিনম্রতাই যাদের কথা সমর্থন করে। তবু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধনীদের চেয়ে দীনহীনেরাই বিনম্রতার মঙ্গলদান সহজে অর্জন করে; কেননা তাদের অভাবে কোমলতাই দীনহীনদের সাথী, কিন্তু তাদের প্রাচুর্যে গর্বই ধনীদের সঙ্গী। তবু এ কথা স্বীকার্য যে, অনেক ধনীদের মধ্যে এমন মনোভাব লক্ষণীয়, যাতে তারা নিজেদের প্রাচুর্য গর্বপূর্ণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু দয়াকর্মের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে, এবং অভাবগ্রস্তদের হীনাবস্থা ও দুর্দশা লঘুভার করার জন্য যা যা করে, তারা তা অধিক লাভজনক বিবেচনা করে।

সমস্ত প্রকার ও শ্রেণির মানুষই তেমন সদ্‌গুণের অধিকারী, কেননা অর্থনৈতিক দিক থেকে অসমান হয়েও অনেকেই সঙ্কল্পের দিক থেকে সমান; উপরন্তু, লোকে যখন আত্মিক মঙ্গলদানে সমান, তখন পার্থিব বিষয়ে তাদের বৈষম্য তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে সুখময় সেই দীনতা, যা পার্থিব বিষয়ের আসক্তির জালে ধরা দেয় না, সংসারের ঐশ্বর্যেও যা বৃদ্ধিশীল হতে আকাঙ্ক্ষী নয়, কিন্তু স্বর্গীয় বিষয়েরই বৃদ্ধি বাসনা করে।

শাস্ত্রে বিনম্রতা বিষয়ক নানা উদাহরণ

৩। তেমন উদারমনা দীনতার আদর্শ—প্রভুর পরে—প্রেরিতদূতেরাই প্রথম দিলেন, কেননা কোন পার্থক্য না রেখে সবকিছুই ত্যাগ করে তাঁরা স্বর্গীয় গুরুর কণ্ঠের অনুসরণে ক্ষিপ্র পরিবর্তনে মাছ-ধরা জেলে থেকে মানুষ-ধরা জেলেতেই পরিণত হলেন (ক), ও সেই অনেকে যারা তাঁদের বিশ্বাসের অনুকরণ করল, তাদের তাঁরা নিজেদের মত করলেন—সেসময়ে মণ্ডলীর আদিসন্তানেরা সকলে ছিল একহৃদয়, ও বিশ্বাসীরা ছিল একপ্রাণ (খ)। নিজেদের সমস্ত বিষয় ও ধনসম্পদ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তারা ভক্তিপূর্ণ দীনতার মধ্য দিয়ে শাশ্বত মঙ্গলদানে ধনবান হচ্ছিল ও প্রৈরিতিক প্রচারের ফলে এতেই আনন্দ পাচ্ছিল যে, সংসারের তাদের কিছুই ছিল না, কিন্তু খ্রিষ্টের সঙ্গে তারা সমস্ত কিছুর অধিকারী ছিল।

এজন্য ধন্য প্রেরিতদূত পিতর মন্দিরে যেতে যেতে একটা খোঁড়া লোক তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে বললেন, রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে

তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে, *ওঠো ও হেঁটে বেড়াও* (গ)। তেমন বিনম্রতার চেয়ে উচ্চতর কী থাকতে পারে? তেমন দীনতার চেয়ে প্রাচুর্যময় কী থাকতে পারে? আর্থিক অধিকার তাঁর নেই, কিন্তু তিনি প্রকৃতির উপকারের অধিকারী। মাতা যাকে দুর্বল প্রসব করেছিলেন, পিতর বাণীগুণে তাকে সুস্থ করে তুললেন; এবং যিনি মুদ্রায় (অঙ্কিত) কায়েসারের প্রতিকৃতি দেননি, তিনি মানবে খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

হেঁটে বেড়াবার শক্তি যে ফিরে পেয়েছিল, কেবল সেই লোকটা এই ধনের প্রাচুর্যে উপকৃত হয়েছিল এমন নয়, সেই পাঁচ হাজার লোকও উপকৃত হল, যারা সেদিন প্রেরিতদূতের উপদেশের পরে তাঁর সাধিত আরোগ্যদানের অলৌকিক কাজের ফলে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল (ঘ)। আর ভিক্ষুকের কাছে দেওয়ার মত যাঁর কিছু ছিল না, সেই দীনহীন ঐশঅনুগ্রহের এমন প্রাচুর্য প্রদান করলেন যে, যেমন একটামাত্র মানুষের পা সারিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি তত হাজার হাজার বিশ্বাসীর হৃদয় সুস্থ করে তুললেন, ও যাদের তিনি ইহুদী অবিশ্বাসে খোঁড়া পেয়েছিলেন, খ্রিষ্টে তাদের দ্রুতগামী করলেন।

দ্বিতীয় ধাপ—শোকভোগ

৪। সুখময় দীনতার কথা প্রচার করার পর প্রভু বলে চলেন: *শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে* (ক)। প্রিয়জনেরা, এই যে শোকের জন্য শাশ্বত সান্ত্বনা প্রতিশ্রুত, এই জগতের দুঃখকষ্টের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই; যে চোখের জল গোটা মানবজাতির দুর্দশার দিনে ফেলা হয়, তেমন বিলাপও কাউকে সুখী করে না। পবিত্রজনদের হাহাকার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার, তাদের সুখময় অশ্রুজলের কারণও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। ভক্তিময় শোক হয় নিজের না হয় পরের পাপের জন্যই চোখের জল ফেলে, ঐশন্যায্যতা যা যা নির্ধারণ করে তা নিয়েও দুঃখভোগ করে না, কিন্তু মানব শঠতা যা যা সাধন করে, তা নিয়েই শোকার্ত। কেননা অমঙ্গল ভোগ করে এমন লোকের জন্য তত নয়, অমঙ্গল সাধন করে এমন লোকের জন্যই বেশি শোক প্রকাশ করতে হয়, কারণ তার নিজের শঠতা অধার্মিককে দণ্ডে নিমজ্জিত করে, কিন্তু সহিষ্ণুতা ধার্মিককে গৌরবলাভে চালিত করে।

তৃতীয় ধাপ—কোমলপ্রাণ

৫। তারপর প্রভু বলেন: *কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার* (ক)। যারা কোমল ও শান্ত স্বভাবের মানুষ, যারা বিনম্র ও শালীনতা প্রিয়, ও যারা সব প্রকার দুর্নাম সহ্য করতে প্রস্তুত, তাদেরই কাছে দেশের উত্তরাধিকার প্রতিশ্রুত। আর তেমন উত্তরাধিকার—কেমন যেন স্বর্গীয় আবাসের চেয়ে বিচ্ছিন্নই আবাস বলে—তত সামান্য বা হীন বলে বিবেচনাযোগ্য নয়, বিশেষভাবে যখন বোঝা যায় যে, এরা ছাড়া অন্য কেউই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে না। সুতরাং যে দেশ কোমলপ্রাণদের কাছে প্রতিশ্রুত, ও যার দখল শান্তভাবের মানুষের কাছে দেওয়া হবে, তা হল পবিত্রজনদের দেহ, যে দেহ বিনম্রতা গুণে আনন্দপূর্ণ পুনরুত্থানে রূপান্তরিত হবে ও অমরতার গৌরবে পরিবৃত হবে; তেমন দেহ আত্মার বিরোধী আর হবে না, ও অন্তরের ইচ্ছার সঙ্গে নিখুঁত ঐক্যের সম্মতি ভোগ করবে। কেননা সেসময়ে বাইরের মানুষের থাকবে অন্তরের মানুষের উপর শান্ত ও কলঙ্কহীন অধিকার; এবং ঈশ্বরের দর্শনে মগ্ন হয়ে মন দেহের এ বর্তমান দুর্বলতার মধ্যে আর কোন বাধা পাবে না, এবং *ক্ষয়শীল দেহ প্রাণের উপর চাপ দেয়, ও পার্থিব তাঁবু মনের ও তার বহু ভাবনার জন্য ভারীই বোঝা* (খ) একথাও আর কখনও বলা দরকার হবে না, কারণ দেশ বাসিন্দার প্রতি আর বিরোধী হবে না, মানুষের শাসনের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করবে না। কোমলপ্রাণ সেই সকল মানুষ চিরস্থায়ী শান্তিতেই দেশের উত্তরাধিকার ভোগ করবে, আর তখন তাদের অধিকার কোন দিকেই হ্রাস পাবে না, যখন *এ ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে, এবং এ মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করবে* (গ); যার ফলে যা ছিল বিপদ তা পুরস্কারেই পরিণত হবে, ও যা ছিল বোঝা তা হবে সম্মান।

চতুর্থ ধাপ—ধর্মময়তার জন্য আকাঙ্ক্ষা

৬। এরপর প্রভু বলে চলেন: *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে* (ক)। এ ক্ষুধা দৈহিক কোন কিছুই অন্বেষণ করে না, এ তৃষ্ণাও পার্থিব কোন কিছুই অন্বেষণ করে না, কিন্তু ধর্মময়তা-মঙ্গলেই পরিতৃপ্ত হতে বাসনা করে, ও গুপ্ত সকল রহস্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বয়ং প্রভুতেই পরিপূর্ণ হতে আকাঙ্ক্ষা করে।

খুশি সেই প্রাণ, যা এই খাদ্যের আকাঙ্ক্ষী ও তেমন পানীয়ের জন্য তৃষিত, এমনকি তা অন্বেষণও করত না, যদি না ইতিমধ্যে তার মাধুর্য আস্বাদ না করে থাকত। কিন্তু *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়* (খ), নিজের প্রতি উচ্চারিত নবীয় প্রেরণার এবাণী শুনে সে-ই প্রাণ স্বর্গীয় মাধুর্যের কিছুটা বিন্দু গ্রহণ করল, ও পুণ্যতম পরিতৃপ্তির প্রতি এমন ভালবাসায় জ্বলে উঠল যে, পার্থিব সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে ধর্মময়তাকে আহার ও পান করার জন্য গভীরতম অনুরাগে উদ্দীপ্ত হল, ও সেই প্রথম আজ্ঞার সত্য উপলব্ধি করল যা অনুসারে, *তুমি প্রভু ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে* (গ), কেননা ঈশ্বরকে ভালবাসা ধর্মময়তায় প্রীত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশেষে, উল্লিখিত পদে যেমন ঈশ্বরের ভালবাসার সঙ্গে প্রতিবেশীর সেবাযত্ন সংযুক্ত, তেমনি ধর্মময়তার আকাঙ্ক্ষার সাথে সেই দয়া-সদ্‌গুণও জড়িত যা অনুসারে লেখা আছে,

পঞ্চম ধাপ—দয়াকর্ম

৭। *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে* (ক)। হে খ্রিষ্টভক্ত, তোমার প্রজ্ঞার মর্যাদা জেনে নাও; উপলব্ধি কর কেমন নিপুণ উপায় প্রয়োগে তুমি তেমন পুরস্কারের দিকে আহূত! দয়া চায় তুমি হবে দয়াবান; ধর্মময়তা চায় তুমি হবে ধর্মপ্রাণ, যাতে নিজের সৃষ্টজীবের মধ্যে স্বয়ং স্রষ্টাই আত্মপ্রকাশ করেন, ও মানব হৃদয়ের দর্পণের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুকরণে অঙ্কিত হয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দয়াকর্মের সাধকদের বিশ্বাস উদ্বেগ থেকে মুক্ত: হ্যাঁ, তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করবে, ও যা ভালবাস তুমি তা নিরন্তর ভোগ করবে। আর যেহেতু দয়াকর্মের মধ্য দিয়ে তোমার কাছে *সবই শুচি হবে* (খ), সেজন্য তুমি সুখ-লাভের সেই পর্যায়েও পৌঁছতে পারবে যা তার ফলস্বরূপে প্রতিশ্রুত—প্রভু যেমনটি বলেন,

ষষ্ঠ ধাপ—শুদ্ধহৃদয়তা

৮। *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (ক)। প্রিয়জনেরা, যার জন্য তেমন মহা পুরস্কার গচ্ছিত রয়েছে, তার আনন্দ মহান। তবে, শুদ্ধহৃদয় হওয়া বলতে উপরোল্লিখিত সদ্‌গুণের অনুশীলনে সচেষ্ট থাকা ছাড়া আর কীবা

বোঝাতে পারে? আর ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যে কেমন সুখ, কোন্ মন একথা উপলব্ধি করতে ও কোন্ ভাষা একথা ব্যক্ত করতে পারে? তথাপি এ সুখ তখনই প্রাপ্য হবে, যখন মানবস্বরূপ রূপান্তরিত হবে, যার ফলে সে *আর আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই নয়, কিন্তু মুখোমুখি হয়েই* (খ) সেই ঈশ্বরত্বেরই দর্শন পেতে পারবে *যেইরূপে তিনি আছেন* (গ), যাঁর দর্শন কোন মানুষ কখনও পেতে পারেনি (ঘ), এবং চিরন্তন ঐশদর্শনের অনির্বচনীয় আনন্দে তা-ই লাভ করবে *যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে যা কখনও প্রবেশ করেনি* (ঙ)। ঈশ্বরের দর্শন পাবার আশীর্বাদ সঙ্গতভাবেই শুদ্ধহৃদয়দের কাছে প্রতিশ্রুত, কেননা মলিন চোখ সত্যকার আলোর উজ্জ্বলতা দেখতে অক্ষম; আর নিষ্কলঙ্ক অন্তরের পক্ষে যা আনন্দের বিষয় হবে, কলঙ্কপূর্ণ অন্তরের পক্ষে তা হবে দণ্ডের কারণ। অতএব, পার্থিব মোহ-মায়ার কালিমা ঘুচে যাক ও মনশ্চক্ষু থেকে অধর্মের সমস্ত কলুষ মুছে যাক, যাতে স্বচ্ছ চোখ ঈশ্বরের তেমন দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়। আর এসমস্ত পাবার জন্য যা দরকার—বুঝি—পরবর্তী বচনই তা ব্যক্ত করে।

সপ্তম ধাপ—শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

৯। *শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে* (ক)। প্রিয়জনেরা, এই ‘সুখ’ যেকোন ধরনের সম্মতি বা যেকোন প্রকার একমতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু সেটারই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করা* (খ), ও যা বিষয়ে নবী দাউদ বলেন: *যারা তোমার বিধান ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি, তাদের চলার পথে হোঁচট-শৈল নেই* (গ)।

বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতম বন্ধন ও নিখুঁততম মনের মিলও নিজেকে তেমন শান্তির অধিকারী হয়েছে বলে সত্যিকারে দাবি করতে পারে না, যদি না ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে তারা একমত। এ শান্তির মর্যাদার বাইরে কেবল কুকামনা-বাসনারই সামঞ্জস্য রয়েছে, রয়েছে শুধু অপকর্মের সন্ধি ও রিপুর চুক্তি। জগতের ভালবাসা ঈশ্বরের ভালবাসার সঙ্গে খাপ খায় না; এ যুগের প্রজন্ম থেকে যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না, সেও ঈশ্বরসন্তানদের সাহচর্যে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু যারা ঈশ্বরের চিন্তায় নিত্যমগ্ন হয়ে *শান্তির বন্ধনেই*

আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান (ঘ), তারা *তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক* (ঙ) বিশ্বাসের এপ্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতে সনাতন বিধান বিষয়ে কখনও বিমত নয়। এরাই প্রকৃত শান্তির সাধক, এরাই পুণ্য সাহচর্যে একমন একপ্রাণ, ফলে এরাই এই সনাতন নামে অভিহিত হবে, তথা *ঈশ্বরের সন্তান ও খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী* (চ) ; কারণ ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসাই মানুষকে এমন যোগ্যতার অধিকারী করবে যে, সে বর্তমান কোন প্রতিকূলতা আর অনুভব করবে না, কোন বাধাবিঘ্নেও ভয় পাবে না; কিন্তু সমস্ত পরীক্ষার লড়াই সমাপ্ত হওয়ার পর সে ঈশ্বরের পূর্ণ শান্তিতে বিশ্রাম পাবে, আমাদের সেই প্রভু দ্বারা, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

(ক) মথি ৫:১ ··· ।

১ (ক) মথি ৪:২৩,২৪।

(খ) যেরে ৩১:৩১,৩৩; হিব্রু ৮:৮।

(গ) হিব্রু ১২:১৮ ও পরবর্তী পদগুলো দ্রঃ।

(ঘ) এখানে প্রেরিতদূত পলের ধারণা ধ্বনিত (রো ৮:১৫ দ্রঃ)।

২ (ক) মথি ৫:৩।

৩ (ক) মথি ৪:১৯ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ৪:৩২।

(গ) প্রেরিত ৩:৬।

(ঘ) প্রেরিত ৪:৪ দ্রঃ।

৪ (ক) মথি ৫:৪।

৫ (ক) মথি ৫:৫।

(খ) প্রজ্ঞা ৯:১৫।

(গ) ১ করি ১৫:৫৩।

৬ (ক) মথি ৫:৬।

(খ) সাম ৩৪:৯।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৬:৫; মথি ২২:৩৭; মার্ক ১২:৩০; লুক ১০:২৭।

৭ (ক) মথি ৫:৭।

(খ) লুক ১১:৪১।

৮ (ক) মথি ৫:৮।

(খ) ১ করি ১৩:১২।

(গ) ১ যোহন ৩:২।

(ঘ) যাত্রা ৩২:২০; যোহন ১:১৮; ১ তি ৬:১৬।

(ঙ) ইশা ৬৪:৩; ১ করি ২:৯।

৯ (ক) মথি ৫:৯।

(খ) রো ৫:১ দ্রঃ।

(গ) সাম ১১৯:১৬৫।

(ঘ) এফে ৪:৩।

(ঙ) মথি ৬:১০।

(চ) রো ৮:১৬,১৭।

ফ্লাবিয়ানুসের কাছে ধর্মতাত্ত্বিক পত্র

সূচীপত্র

৫ম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য দু' ভাগে বিভক্ত ছিল: পশ্চিম ও প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য।

পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম।
পোপের ধর্মাসন ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজাসন এই রোমেই ছিল।

প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্তান্তিনোপলিস (আজকালের ইস্তাম্বুল)।
রাজধানীর বিপরীতে ছিল সেই খাল্কেদন (আজকালের কাদিকে) যেখানে রাজ-আদালত বসত।

আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল নিজের সমর্থনকারীদের মধ্যে যারা একটু বেশি উগ্র কথা বলত, তাদের উদ্যোগ রোধ করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে (৪৪৪ সালে) তাঁর খ্রিষ্টতাত্ত্বিক কঠিন ধারণার (অর্থাৎ, মাংস-হওয়া খ্রিষ্ট যে একটামাত্র স্বরূপের অধিকারী) সমর্থনকারী যারা, তাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্রা বজায় না রেখে চরমপন্থী হয়ে ওঠে। কালক্রমে, ৪৪৮ সালে, বিশপ সিরিলের একজন চরমপন্থী

সন্ন্যাসী কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপের পরিচালিত একটা সিনোদোস (আঞ্চলিক মহাসভা) দ্বারা ভ্রান্তমত অভিযোগে দন্ডিত হন। এউতিখেস নামক সেই প্রভাবশালী সন্ন্যাসী সমর্থন করেন, ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের একত্রীকরণের আগেও (অর্থাৎ খ্রিস্টের মাংসধারণের আগেও) খ্রিষ্ট দু'টো স্বরূপের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু সেই একত্রীকরণের পরে (অর্থাৎ তাঁর মাংসধারণের পরে) তাঁর একটামাত্র স্বরূপই স্বীকার্য; তাতে তিনি বিশপ সিরিলের ধারণা রীতিমত সমর্থন করেন। কিন্তু মনে হয়, তিনি এটাও ঘোষণা করছিলেন, খ্রিস্টের মাংস আমাদের মাংসের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী নয়: এতে তিনি বিশপ সিরিলের সমর্থিত ধারণা থেকে বেশ দূরে সরে যান। এউতিখেসের কথায় উত্তর দিয়ে কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ ফ্লাবিয়ানুস বলেন, খ্রিষ্ট যে দু'টো স্বরূপ থেকে উদ্ভূত তা শুধু নয়, বরং তিনি প্রকৃতপক্ষে এমন দু'টো স্বরূপের অধিকারী যা একটামাত্র 'হিপোস্তাসিসে' ও একটামাত্র 'প্রসোপোনে' একত্রিত। কনস্তান্তিনোপলিসে এউতিখেসের সমর্থনকারীরা অনেক হওয়ায় এবং সিরিয়া ও আনাতোলিয়ার (আজকালীন তুরস্কের) মণ্ডলীগুলোতে তাঁর খ্রিষ্টতত্ত্ব যথেষ্ট সমর্থিত হওয়ায় যখন তিনি দণ্ডিত হন, তখন তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এ তীব্র প্রতিক্রিয়ার নেতা হিসাবে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ দিওস্করুস (অর্থাৎ আলেক্সান্দ্রিয়ায় বিশপ সিরিলের পরবর্তী বিশপ) দাঁড়ান: ইনিও অদ্বৈতস্বরূপ শ্রেণী ভিত্তিক খ্রিষ্টতত্ত্বের চরমপন্থী (অর্থাৎ খ্রিষ্ট একটামাত্র স্বরূপের অধিকারী)। তেমন অবস্থায় সম্রাট থেওদোসিউস (তিনিও খ্রিস্টের অদ্বৈতস্বরূপ ধারণার সমর্থনকারী) সিদ্ধান্ত নেন, ৩০ মার্চ ৪৪০ সালে এফেসসে একটা বিশ্বজনীন মহাসভা অনুষ্ঠিত হোক; মহাসভা ১লা আগস্ট শুরু হওয়ার কথা। দণ্ডাজ্ঞার ব্যাপারে সন্ন্যাসী এউতিখেস নিজের অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে যাঁদের সমর্থন প্রার্থনা করেন, সেই বিশপদের মধ্যে রোমের বিশপ অর্থাৎ পোপ লিও-ও আছেন। নিজের সমর্থন বা অসমর্থন ব্যক্ত করার আগে তিনি বিশপ ফ্লাবিয়ানুসের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন ও সময়মত দুই পক্ষের পরস্পর বিরোধী খ্রিষ্টতাত্ত্বিক অবস্থান বিচার-বিবেচনা করার পর দৃঢ়তা সহকারে বিশপ ফ্লাবিয়ানুসের পক্ষে দাঁড়িয়ে মহাসভা সম্মিলিত হওয়ার পর তাঁর কাছে, ১৩ই জুন ৪৪৯ সালে, একটা ধর্মতাত্ত্বিক পত্র পাঠান যা মহাসভায় পাঠ হওয়ার কথা। পত্রটা এমন খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণা ব্যক্ত করে যা গভীরতার জন্য পরবর্তীকালেও প্রভাবশালী বলে স্বীকৃতি লাভ করে; এমনকি ১লা নভেম্বর ৫৪১ সালে খাল্কেদোনে যে বিশ্বজনীন মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই মহাসভা খ্রিষ্টতত্ত্ব ক্ষেত্রে মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক তত্ত্ব হিসাবে এই পত্রে ব্যক্ত পোপ লিওর ধারণাই জারীকৃত করে (বাস্তবিকই, আজকালে যে যে

খ্রিষ্টিয়ান মণ্ডলী খাল্কেদোন বিশ্বজনীন মহাসভা মানে সেগুলো হল রোম কাথলিক মণ্ডলী, অর্থোডক্স কাথলিক মণ্ডলী, অ্যাংলিকান মণ্ডলী, লুথেরান মণ্ডলী ও নানা 'প্রটেস্টান্ট' মণ্ডলী। অধিকাংশ প্রাচ্য অর্থোডক্স মণ্ডলী সেই মহাসভা মানে না)।

পোপ লিওর খ্রিষ্টতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের মণ্ডলীগুলোর পরম্পরাগত খ্রিষ্টতত্ত্বকে উপস্থাপন করে যা, পোপ লিওর আগে, বিশেষভাবে তের্তুল্লিয়ানুস ও সাধু আগস্তিনের লেখার মধ্য দিয়েই সমর্থিত হয়েছিল, তথা: খ্রিষ্টে দু'টো স্বরূপ বিরাজিত, কিন্তু এবার পোপ লিও খুবই সতর্কতা সহকারে ও অধিক সূক্ষ্ম ভাষায় খ্রিষ্টে বর্তমান একত্ব ও দ্বৈতের সম্পর্ক উপস্থাপন করেন যাতে করে প্রথম সূত্র তথা খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব অনুযায়ী প্রতিটি ঘোষণা দ্বিতীয় সূত্র তথা খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব অনুযায়ী প্রতিটি ঘোষণার সঙ্গে সঠিক অনুরূপ অর্থ অনুসারে মিল রাখে: এককথায়, একটামাত্র 'পের্সনায়' (persona - ব্যক্তিত্বে) একত্রিত দু'টো স্বরূপ। এ সূত্র অনুসারে সেই স্বরূপ দু'টো একত্রিত হয়েও একীভূত নয়, ও দু'টো স্বরূপের স্বীয় স্বীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশিষ্টতার জোরে মাংস-হওয়া খ্রিষ্টের সমস্ত কর্ম দুই শ্রেণিতে বিদ্যমান, তথা ঐশ্বরিক কর্মবিশিষ্ট কর্ম ও মানবীয় কর্মবিশিষ্ট কর্ম। 'Communicatio idiomatum' (কম্যুনিকাতিও ইদিওমাতুম) বলে অভিহিত ধর্মতাত্ত্বিক নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য বা গুণ বিনিময় নিয়ম অনুসারে, যা কিছু ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত তা, যা কিছু মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত তাতে আরোপণীয়, ও যা কিছু মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত তা, যা কিছু ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত তাতে আরোপণীয়। পত্রে, এ নিয়ম-অনুশীলন সবসময়ই শাস্ত্রের উপযোগী প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত।

এক্ষেত্রে পোপ লিও দৃঢ়তা সহকারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্বের সেই ধারণা সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাখ্যান করেন যা অনুসারে, মাংসধারণের আগে খ্রিষ্ট দু'টো স্বরূপ থেকে উদ্ভূত কিন্তু একত্রীকরণের পরে তথা মাংসধারণের পরে তিনি একটামাত্র স্বরূপের অধিকারী; এক্ষেত্রে পোপ লিও অধিক সূক্ষ্মভাবে সুসমাচারে বর্ণিত খ্রিষ্ট সংক্রান্ত সমস্ত কর্মকাণ্ড দু'টো শ্রেণিতে ভাগ ভাগ করেন তথা ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত ও মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড।

বলা যেতে পারে, পোপ লিওর এ ধর্মতাত্ত্বিক পত্র (যা সাধারণত পোপ 'লিওর দলিল' বলে পরিচিত) এক শতাব্দী ব্যাপী খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত সেই বিবাদ সমাপ্ত করে যা আরিউসের ভ্রান্তমত নিয়ে ও নিকেয়া বিশ্বজনীন মহাসভা নিয়ে ৩২৫ সালে শুরু হয়ে ৪৫১ সালে অনুষ্ঠিত খাল্কেদোন বিশ্বজনীন মহাসভায় চূড়ান্ত সমাপ্তি অর্জন করে।

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

প্রিয়তম ভ্রাতা ফ্লাবিয়ানুসের সমীপে লিও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১। আপনার ভালবাসার পত্র যে এত বিলম্বেই আমার কাছে প্রেরিত হয়েছে তাতে আমি বিস্মিত [ক]; এবং তা পাঠ ক'রে ও বিশপগণ যা করে এসেছেন তার বিবরণী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে আমি অবশেষে জানতে পেরেছি, আপনাদের ওখানে বিশ্বাসের অক্ষুণ্নতার বিরুদ্ধে কেমন কেলেঙ্কারি জেগে উঠেছে; এবং আমার কাছে যা আগে অস্পষ্ট লাগছিল, তা এখন একেবারে স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। যিনি প্রবীণ-মর্যাদা হেতু সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিলেন, তেমন ঘটনাবলির কারণে সেই এউতিখেস নিজেকে এতই অবিচক্ষণ ও অধিক অনভিজ্ঞ দেখাচ্ছেন যে, তাঁর বেলায় তাই খাটে যা নবী বলেছিলেন, তথা *সৎকাজ করার লক্ষ্যে সে বুঝতে চায়নি, শয্যায় শুয়ে অপকর্মের কথা ভেবেছে* [খ]। কেননা ভক্তিহীন বিষয় উপলব্ধি করা এবং প্রজ্ঞাবান ও বিজ্ঞদের সামনে হার না মানার চেয়ে বড় অপকর্ম আর কিবা থাকতে পারে? কিন্তু তেমন নির্বুদ্ধিতায় তাদেরই পতন হয় যারা অন্ধকারময় কোন না কোন বিষয় দ্বারা সত্য জানায় বাধাগ্রস্ত হয়ে নবীদের বাণীর উপরে নয়, প্রেরিতদূতদের পত্রাবলির উপরেও নয়, সুসমাচারগুলোর অধিকারের উপরেও নয়, বরং নিজেদের উপরেই অবলম্বন করে; এইভাবে, যারা সত্যের শিষ্য হয়নি তারাই ভুলভ্রান্তির ধর্মগুরু হয়ে ওঠে। কেননা, যে কেউ বিশ্বাস-সূত্রের প্রথম কথাও উপলব্ধি করেনি, সে নূতন ও পুরাতন নিয়মের বাণীগুলো থেকে কেমন জ্ঞান অর্জন করেছে? [গ]। এবং নবজন্মগ্রহণকারী [অর্থাৎ বাপ্তিস্মগ্রহণকারী] সকলের কণ্ঠে যা সারা জগৎ জুড়ে ঘোষণা করা হচ্ছে, তা এই বৃদ্ধজনের মন এখনও উপলব্ধি করেনি।

২। কেননা, ঈশ্বরের লোগোস-বাণীর মাংসধারণ সম্পর্কে যে কিবা ভাবা উচিত তিনি [এউতিখেস] যখন তা জানতেন না, ও উপলব্ধির আলো অর্জন করার জন্য পবিত্র শাস্ত্রের প্রশস্ততা ক্ষেত্রে শ্রম করতে যখন ইচ্ছুক ছিলেন না, তখন তাঁর পক্ষে তৎপর শ্রবণ দ্বারা বিশ্বাসের সেই সার্বজনীন ও অবিচ্ছিন্ন স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে নেওয়াই অন্তত উচিত ছিল যা দ্বারা সকল বিশ্বাসী ঘোষণা করে, তারা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে ও তাঁর

একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে যিনি পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন। এ তিনটে সূত্র প্রায় সকল ভ্রান্তমতপন্থীদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করে। কেননা যখন বিশ্বাস করা হয়, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও পিতা, তখন এটা প্রমাণ করা হয় যে, পুত্র পিতার সহ-সনাতন ও তাঁর থেকে কিছুতেও ভিন্ন নন যেহেতু তিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান থেকে সর্বশক্তিমান, সনাতনজন থেকে সহ-সনাতনজন, কালের দিক দিয়ে তাঁর পরবর্তীকালীন নন, অধিকার ক্ষেত্রে তাঁর নিম্নপদস্থ নন, গৌরবে তাঁর অসদৃশ নন, সত্তায় তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নন বলে জন্ম নিলেন। সতত-সনাতন জনকের এই একমাত্র জনিত ও সতত-সনাতনজন এই পুত্র পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন। কালসাপেক্ষ এই জন্ম ঐশ্বরিক ও সতত-সনাতন জন্ম থেকে কিছু কেড়েও নেয়নি, তাতে কিছু যোগও করেনি, কিন্তু সেই গোটা জন্মের লক্ষ্য ছিল প্রবঞ্চিত মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, যাতে সেই জন্ম মৃত্যুকে জয় করতে পারে ও নিজের পরাক্রম গুণে সেই দিয়াবলকে ধ্বংস করতে পারে যে মৃত্যু-রাজ্যের অধিকারী ছিল। কেননা পাপ যাঁকে কলুষিত করতে ও মৃত্যু যাঁকে বন্দি করতে অক্ষম হয়েছিল, তিনি যদি আমাদের মানব স্বরূপ ধারণ না করতেন ও তা তাঁর নিজের স্বরূপ করে না নিতেন, তাহলে আমরা পাপ ও মৃত্যুর প্রণেতার উপর জয়ী হতে পারতাম না। এজন্যই তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে সেই কুমারী মাতার গর্ভে গর্ভস্থ হলেন যিনি নিজের কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকতেই তাঁকে প্রসব করলেন যেইভাবে তাঁর কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকতেও তাঁকে গর্ভধারণ করেছিলেন।

তাছাড়া, নিজেকে অন্ধ করার ফলে যেহেতু সেই এউতিখেস প্রকাশ্য সত্যের উজ্জ্বলতা নিজের কাছে অন্ধকারময় করে তুলেছিলেন, সেজন্য তিনি যদি খ্রিষ্টবিশ্বাসের এ বিশুদ্ধ উৎস থেকে অকপট উপলব্ধির জল তুলতে না পারতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে সুসমাচারের ধর্মতত্ত্বের কাছেই নিজেকে অধীন করা উচিত হত [ক]। এবং যেহেতু মথি বলেন, *যিশু খ্রিষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান* [খ], সেজন্য তাঁর পক্ষে প্রৈরিতিক প্রচারের লেখাগুলোও অনুসন্ধান করা উচিত হত। এবং রোমীয়দের কাছে পত্রে এটা প'ড়ে যে, *আমি পল, খ্রিষ্ট যিশুর দাস, প্রেরিতদূত হতে আহূত। আমাকে ঈশ্বরের সুসমাচারের উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে, যে সুসমাচার দেবেন*

বলে ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রবাণীতে তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে আগে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এই সুসমাচার তাঁর আপন পুত্রেরই বিষয়ে, যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত [গ], সেই এউতিখেসের উচিত ছিল, ভক্তিময় তৎপরতা সহকারে নবী-পুস্তকগুলোর প্রতিই দৃষ্টি ফেরানো। এবং ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে যা দ্বারা ঈশ্বর আব্রাহামকে বলেন, *সকল জাতি তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে* [ঘ], তেমন বংশের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হবার জন্য সেই এউতিখেসের পক্ষে প্রেরিতদূতকেই অনুসরণ করা উচিত ছিল যিনি বলেন, '*আব্রাহামের প্রতি ও তাঁর বংশধরের প্রতিই তো সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছিল। শাস্ত্র বহুবচনে 'আর তোমার বংশধরদের প্রতি' না ব'লে বরং একবচনে বলে, 'আর তোমার বংশধরের প্রতি', যে বংশধর স্বয়ং খ্রিষ্ট* [ঙ]। এবং সেই এউতিখেসের উচিত ছিল, আন্তরীণ শ্রবণশক্তি দ্বারা সেই ইশাইয়ার এই প্রচার-বাণী শোনা যিনি বলেন, *দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল* [চ], নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। তাঁর পক্ষে, একই নবীর এ বাণীও মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত ছিল, *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার, লোকে তাঁর নাম রাখবে 'মহা সুমন্ত্রণার দূত, আশ্চর্যময়, মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, শান্তিরাজ, ভাবীকালের পিতা* [ছ]। এবং প্রতারণাময় ভাবে কথা না বলে সেই এউতিখেসের পক্ষে এটাও বলা উচিত ছিল না যে, লোগোস-বাণী এমন ভাবে মাংস হলেন যে, কুমারীর গর্ভে সঞ্জাত হয়ে খ্রিষ্ট আকারেই মানুষ ছিলেন কিন্তু মাতৃদেহের বাস্তবতার অধিকারী ছিলেন না। অথবা, যেহেতু নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়ার কাছে প্রেরিত সেই দূত বলেছিলেন, *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য তোমা থেকে যা পবিত্র বলে জন্ম নেবে, তা ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবে* [জ], সেজন্য, সেই ভিত্তিতে, এউতিখেস হয় তো মনে করছিলেন, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আমাদের মানবীয় স্বরূপের একজন নন; কেমন যেন, যেহেতু কুমারীর গর্ভধারণ হয়েছিল ঐশ্বরিক কর্মের ফল, সেজন্য যিনি গর্ভস্থ হয়েছিলেন তাঁর মাংস তাঁর স্বরূপের মাংস হয়নি যিনি তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এককভাবে আশ্চর্যময় ও আশ্চর্যভাবে এককময় সেই জন্ম এমনভাবে ধারণ করতে নেই যার ফলে সৃষ্টির নবীনতা মানবজাতের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য

অপসারণ করবে। কেননা পবিত্র আত্মা কুমারীকে উর্বরতা প্রদান করলেন ঠিকই, কিন্তু দেহের বাস্তবতা দেহ থেকেই নেওয়া হল; এবং যেহেতু প্রজ্ঞা নিজের গৃহ নির্মাণ করছিলেন (ঝ), সেজন্য *লোগোস-বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে অবস্থান করলেন* (ঞ), অর্থাৎ, মানুষ থেকে যে মাংসকে তিনি ধারণ করলেন ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন জীবনের প্রাণবায়ু দ্বারা প্রাণময় করলেন, ঠিক সেই মাংসেই অবস্থান করলেন।

৩। সুতরাং, যেহেতু স্বরূপ দু'টোর ও সত্তা দু'টোর বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুণ্ন হয়ে থাকে, ও একটামাত্র 'পের্সনায়' [persona - ব্যক্তিতে] (ক) সহগত হয়, সেজন্য রাজ-মহিমা থেকে নিম্নতা, শক্তি থেকে দুর্বলতা, সনাতনত্ব থেকে মরণশীলতা আপন করে নেওয়া হল, এবং আমাদের মানব অবস্থার ঋণ শোধ করার জন্য অলঙ্ঘনীয় সেই স্বরূপ যন্ত্রণাসাপেক্ষ স্বরূপের সঙ্গে নিজেকে একত্রিত করেছে যাতে করে, আমাদের প্রতিকারের জন্য যেমনটা উপযোগী ছিল, সেই অনুসারে ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে সেই এক ও একই মধ্যস্থ (খ) তথা সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট একটা অবস্থা [অর্থাৎ মানব অবস্থা] অনুসারে মৃত্যুবরণ করতে পারতেন ও অপর অবস্থা [অর্থাৎ ঐশ্বরিক অবস্থা] অনুসারে মৃত্যুবরণ না করতে পারতেন। অতএব, সত্যকার মানুষের সম্পূর্ণ ও সিদ্ধতাপ্রাপ্ত স্বরূপে সেই সত্যকার ঈশ্বর জন্ম নিলেন যিনি নিজের বৈশিষ্ট্যসমূহে পূর্ণ ও আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহে পূর্ণ। কিন্তু আমরা সেই বৈশিষ্ট্যসমূহই 'আমাদের' বলে চিহ্নিত করি যেগুলো আদিতে স্রষ্টা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করলেন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধারণ করলেন (গ), কেননা যেগুলো সেই প্রবঞ্চনাকারী অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছে ও প্রবঞ্চিত মানুষ গ্রহণ করে নিয়েছে, সেগুলো ত্রাণকর্তায় আদৌ কোন স্থান পায়নি। এবং আমাদের দুর্বলতার সহভাগী হবার জন্য তিনি যে নিজেকে বশীভূত করলেন, এজন্য যে তিনি আমাদের পাপকর্মের সহভাগী করেছেন এমনটাও নয়। ঐশ্বরিক গুণাবলি হ্রাসীকৃত না করে মানবীয় গুণাবলি বৃদ্ধি করায় তিনি পাপের কলুষ ছাড়া দাসের অবস্থা ধারণ করেছেন, কারণ যে শূন্যকরণ (ঘ) দ্বারা অদৃশ্যমান যিনি তিনি নিজেকে দৃশ্যমান করেছেন ও নিখিল বস্তুর স্রষ্টা ও প্রভু যিনি তিনি মরণশীলদের একজন হতে ইচ্ছা করেছেন, সেই শূন্যকরণ এমন অবনমন হয়েছে যা তাঁর দয়ার খাতিরেই অবনমন, তা যে তাঁর নিজের অধিকার-হানি এমন নয়।

সুতরাং, ঈশ্বরের অবস্থায় থাকতেই যিনি মানুষকে নির্মাণ করেছেন, তিনি নিজেই দাসের অবস্থায় মানুষ হলেন। কেননা সেই অবস্থা দু'টো যা যা এক একটার নিজস্ব তা ত্রুটি ছাড়াই ধারণ করে রাখে, এবং যেমন ঈশ্বরের অবস্থা দাসের অবস্থা বাতিল করে না, তেমনি দাসের অবস্থা ঈশ্বরের অবস্থা হ্রাসীকৃত করে না। বাস্তবিকই দিয়াবল এতে গর্ব করত যে, তার নিজের চালাকিতে প্রবঞ্চিত মানুষ ঐশ্বরিক দানগুলো থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, ও অমরতা-বঞ্চিত হওয়ায় তাকে মৃত্যুর কঠোর দণ্ডের অধীন করা হয়েছিল যার ফলে, পাপী মানুষের নিয়তির অংশগ্রহণে তিনি নিজের অমঙ্গলে এক প্রকার স্বস্তি বোধ করেছিলেন; এবং অন্য দিকে, ঈশ্বর যে-মানুষকে তেমন উচ্চ সম্মানের অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলেন, ন্যায্যতার দাবীকৃত যুক্তির জোরে তিনি সেই মানুষের প্রতি তাঁর নিজের দেওয়া দণ্ডাজ্ঞা পাল্টিয়েছিলেন। তাই, ঐশ্বরিক গুপ্ত সঙ্কল্পের ব্যবস্থা ক্রমে এটাই প্রয়োজন হল যে, যাঁর ইচ্ছা তাঁর নিজের মঙ্গলময়তা বিহীন হতে পারে না, সেই অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার আদি সঙ্কল্পকে এমন আরস বেশি গুপ্ততম রহস্য দ্বারা সিদ্ধ করবেন যাতে দিয়াবলের জঘন্য ধূর্ততা দ্বারা অপরাধের দিকে আকর্ষিত হয়ে সেই মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিনষ্ট না হয়।

৪। সেজন্য, পিতার গৌরব থেকে দূরে না গিয়েও স্বর্গীয় আসন থেকে নেমে ঈশ্বরের পুত্র নবীন ব্যবস্থা ক্রমে নবীন জন্ম অনুসারে জনিত হয়ে জগতের এই হীনতম অংশে এলেন। 'নবীন ব্যবস্থা ক্রমে', কেননা নিজের বৈশিষ্ট্যসমূহে অদৃশ্য যিনি তিনি আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহতে নিজেকে দৃশ্যমান করলেন, অজ্ঞেয় যিনি তিনি নিজেকে জ্ঞাত করলেন, কালের পূর্বে অস্তিত্বশীল যিনি তিনি কালের গণ্ডিতে অস্তিত্বশীল হতে শুরু করলেন, নিখিল বিশ্বের প্রভু যিনি তিনি নিজের মহিমার অসীমতা ছায়ায় রেখে দাসের অবস্থা আপন করে নিলেন, যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন ঈশ্বর যিনি তিনি যন্ত্রণাসাপেক্ষ মানুষ হতে, ও অমর যিনি তিনি নিজেকে মৃত্যুর বিধানের অধীন করতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি নবীন জন্মে জনিত হলেন, কেননা অলঙ্ঘিত সেই কুমারীত্ব কোন কু-ইচ্ছা জানেনি বরং সেই কুমারীত্ব কেবল মাংসের মাল যুগিয়ে দিল। প্রভু মাতা থেকে [মানব] স্বরূপই ধারণ করলেন, অপরাধ নয়; এবং কুমারীর গর্ভ থেকে সঞ্জাত সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টে জন্মটা যে বিস্ময়কর, এজন্য যে তাঁর স্বরূপ আমাদের স্বরূপের চেয়ে বৈসদৃশ তাও নয়। কেননা

যিনি সত্যকার ঈশ্বর, তিনি নিজেই সত্যকার মানুষ, ও তেমন একত্বে মিথ্যা বলতে কিছুই নেই, কেননা মানুষের নিচতা ও ঈশ্বরত্বের উচ্চতা পরস্পর সম্পর্কে সম্পর্কিত। কেননা যেমন ঈশ্বর দয়ায় পরিবর্তনশীল নন, তেমনি মানুষ ঐশ্বরিক মর্যাদা দ্বারা নিঃশেষিত হয় না। বাস্তবিকই উভয় অবস্থা একে অন্যের অংশভাগিতায় এক একটার ভূমিকা অনুযায়ী কর্মে ক্রিয়াশীল থাকে, কেননা লোগোস-বাণীর যা, লোগোস-বাণী তাতেই ক্রিয়াশীল হন, ও মাংসের যা, মাংস তাতেই ক্রিয়াশীল থাকে। এ দু'টোর একজন [তথা লোগোস-বাণী] অলৌকিক কর্মে উজ্জ্বল, অন্যটা [তথা মাংস] অবজ্ঞায় বশীভূত। এবং যেমন লোগোস-বাণী পিতৃ গৌরবের সমতা হারান না, তেমনি মাংস আমাদের মানবজাতের স্বরূপ পরিত্যাগ করে না (ক)।

কেননা, যেইভাবে আমাদের প্রায়ই বলতে হচ্ছে, যিনি সত্যিকারে ঈশ্বরের পুত্র ও সত্যিকারে মানবপুত্র, তিনি এক ও একইজন। তিনি ঈশ্বর, যেহেতু *আদিতে ছিলেন বাণী, ও বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, ও বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (খ); তিনি মানুষ, যেহেতু *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে অবস্থান করলেন* (গ)। তিনি ঈশ্বর, যেহেতু *সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, ও কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি* (ঘ); তিনি মানুষ, যেহেতু তিনি *নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন* (ঙ)। মাংসের জন্ম হল মানব স্বরূপের অভিব্যক্তি, কিন্তু কুমারীর প্রসব হল ঐশ্বরিক পরাক্রমের চিহ্ন। সেই ছোটজনের শিশুকাল দোলনার দীনতায় প্রকাশিত, কিন্তু পরাৎপরের মহত্ত্ব দূতদের মিলিত কণ্ঠে প্রমাণিত। যাঁকে হেরোদ অভক্তি ভরে হত্যা করতে সচেষ্ট, তিনি প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন মানুষদের সদৃশ, কিন্তু যাঁকে পণ্ডিতগণ সনির্বন্ধে আরাধনা করায় আনন্দিত, তিনি হলেন সবার প্রভু। তাঁর অগ্রদূত সেই যোহনের বাপ্তিস্মে যখন তিনি অগ্রসর হন, যাতে এটা গুপ্ত না থাকে যে ঈশ্বরত্ব কেবল মাংসের আবরণেই আবৃত ছিল, সেসময় থেকেই পিতার কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে বজ্রনাদের মত ঘোষণা করল, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন* (চ)।

যিনি মানুষ হিসাবে দিয়াবলের ধূর্ততা দ্বারা পরীক্ষিত, তিনি ঈশ্বর হিসাবে দূতদের পরিচর্যার সেবার পাত্র। ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হওয়া, শ্রান্ত হওয়া ও ঘুমিয়ে পড়া তো স্পষ্টভাবেই মানবীয় ব্যাপার; কিন্তু পাঁচটা রুটি দিয়ে সহস্র সহস্র মানুষকে পরিতৃপ্ত করা

ও সেই সামারীয় নারীকে এমন জীবনময় জল দান করা যা পান করাটা এমনটা করে যেন যে পান করে তার আর কখনও তেষ্টা না পায়, পা নিমজ্জিত না হলে জলের উপর দিয়ে আঁটা ও ঝড়কে ধমক দিয়ে উচ্চতম তরঙ্গমালা কমানো: এসব কিছু নিঃসন্দেহেই ঐশ্বরিক ব্যাপার। এজন্য, আর কত না উদাহরণ বিষয়ে নীরব থেকে, দয়াপূর্ণ স্নেহে মৃত বন্ধুর বিষয়ে অশ্রুজল ফেলা ও চার চার দিনের সমাধির বোঝা সরিয়ে দিয়ে কণ্ঠের আদেশে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করা, অথবা এক কাষ্ঠে ঝোলা ও সেইসঙ্গে আলো অন্ধকারে পরিবর্তন করে সমস্ত পদার্থ কম্পান্বিত করা, অথবা পেরেকে বিদ্ধ হওয়া ও সেইসঙ্গে সেই দস্যুর বিশ্বাসের জন্য পরমদেশের দ্বার উন্মুক্ত করা, এসমস্ত তো একই স্বরূপের কাজ নয়। একই প্রকারে, '*আমি এবং পিতা, আমরা এক*' বলা ও '*পিতা আমার চেয়ে মহান*' বলা (ছ), তাও একই স্বরূপের ব্যাপার নয়। কেননা প্রভু যিশু খ্রিষ্টে ঈশ্বরের ও মানুষের 'পের্সনা' [persona - ব্যক্তিত্ব] একটামাত্র; তথাপি, যার জন্য উভয়ের মধ্যে টিটকারি হল সমান অধিকার তা একটা জিনিস, ও যার জন্য গৌরব সমান অধিকার, তা আলাদা জিনিস। কেননা আমাদের কাছ থেকে তিনি সেই মনুষ্যত্বেরই অধিকারপ্রাপ্ত যে মনুষ্যত্ব পিতার চেয়ে নিম্ন, পিতা থেকে তিনি সেই ঈশ্বরত্বেরই অধিকারপ্রাপ্ত যা পিতার সমকক্ষ ঈশ্বরত্ব (জ)।

৫। এজন্য, উভয় স্বরূপের মধ্যে 'পের্সনায়' [persona - ব্যক্তিময়] যে একত্ব উপলব্ধ হওয়া উচিত, সেই একত্বের জোরে এমনটা পড়া হয়, মানবপুত্র স্বর্গ থেকে নেমে এলেন কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র সেই কুমারীর মাংস থেকে মাংস ধারণ করলেন যাঁর থেকে জন্ম নিলেন; অপরদিকে এমনটা বলা হয়, ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশে দেওয়া হল ও তাঁকে সমাধি দেওয়া হল (ক), কিন্তু একইসময়, যে ঈশ্বরত্ব গুণে সেই একমাত্র জনিতজন হলেন পিতার সহ-সনাতন ও তাঁর সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, তিনি সেই সমস্ত কিছুর বিষয়ে সেই ঈশ্বরত্বে নয় কিন্তু মানবস্বরূপের দুর্বলতায়ই যন্ত্রণা ভোগ করলেন। এজন্য আমরা সবাই বিশ্বাস-সূত্রেও স্বীকার করি, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হলেন, সেই প্রেরিতদূতের এ বাণী অনুসারে, *তারা যদি [তাঁর কথা] জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না* (খ)। এবং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যখন নিজের প্রশ্ন দ্বারা শিষ্যদের বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করছিলেন, তখন তিনি নিজেই বললেন, 'মানবপুত্র কে, এবিষয়ে

লোকে কী বলে?' এবং যেহেতু তারা অন্যদের নানা অভিমতের কথা উল্লেখ করত, সেজন্য তিনি বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' অর্থাৎ, ঈশ্বরের পুত্র এই যে আমি যাঁকে তোমরা দাসের অবস্থায় ও মাংসের বাস্তবতায় দেখছ, তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল? এবং সেই ক্ষণে ধন্য পিতর ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ও সমস্ত জাতির জন্য যা পরিত্রাণদায়ী হবার কথা এমন স্বীকারোক্তি দান করে বললেন, *আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র* (গ)। যিনি পিতার প্রকাশ গুণে ঘোষণা করেছিলেন, প্রভু ঈশ্বরের পুত্র ও খ্রিষ্ট, তিনি যে প্রভু দ্বারা সুখী বলে অভিহিত হলেন ও ভিত্তিপ্রস্তর থেকে গুণের ও নামের দৃঢ়তা তুলে নিয়েছিলেন, তা অযৌক্তিক ছিল না, কেননা সেই নাম দু'টোর মধ্যে অন্যটা ছাড়া গৃহীত একটামাত্র নাম পরিত্রাণের জন্য উপযোগী নয়, এবং প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে, হয় মানুষ ছাড়া কেবল ঈশ্বর বলে, না হয় ঈশ্বর ছাড়া কেবল মানুষ বলে বিশ্বাস করাটা একই বিপদ ঘটাত।

প্রভুর পুনরুত্থানের পরে, (সেই যে পুনরুত্থান নিঃসন্দেহেই সত্যকার দেহেরই পুনরুত্থান হল যেহেতু যিনি অন্যদের পুনরুত্থিত করলেন তিনি সেই একইজন যিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন, অন্য কেউই নন), তিনি দীর্ঘকালীন সেই চল্লিশ দিনে আমাদের বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা থেকে যতই ছায়া দূর করে দেওয়া ছাড়া আর কিবা করলেন? কেননা নিজের শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, তাঁদের সঙ্গে বাস করতে করতে ও খাওয়া-দাওয়া করতে করতে, এবং যাঁরা তখনও সন্দেহে আবদ্ধ ছিলেন তাঁদের দ্বারা সূক্ষ্মভাবে ও কৌতূহল সহকারে অনুসন্ধানের বিষয় হতে ও স্পর্শনযোগ্য হতে দিতে দিতে তিনি সেই লক্ষ্যে রুদ্ধ দরজার ভিতর দিয়ে তাঁদের কাছে প্রবেশ করতেন, পবিত্র আত্মাকে ফুঁ দিয়ে সঞ্চার করতেন, ও উপলব্ধির আলো মঞ্জুর করে পবিত্র শাস্ত্রের অস্পষ্ট বিষয়াদি বুঝিয়ে দিতেন; এবং অন্যদিকে তিনি নিজেই অঙুলি দিয়ে নিজের পাশের ক্ষত, পেরেকের ছিদ্র ও তখনও-সাম্প্রতিক যন্ত্রণাভোগের সমস্ত চিহ্ন নির্দেশ করতে করতে বলতেন, *আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি নিজেই; আমাকে স্পর্শ কর, নিজেরা দেখ। ভূতের তো হাড়-মাংস নেই, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা আমার আছে* (ঘ)। এইভাবে তিনি এটা জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে, ঐশ্বরিক স্বরূপের ও মানবীয় স্বরূপের বৈশিষ্ট্যগুলো নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অনুসারে তাঁর মধ্যে বিশিষ্ট

হয়ে থাকছিল; এবং আমরা এটা বুঝতে পারি, যা মাংস, লোগোস-বাণী তা নয়, কিন্তু তা এমন ভাবেই বুঝব যাতে স্বীকার করতে পারি যে, সেই লোগোস-বাণী ও সেই মাংস হল ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র।

বিশ্বাসের তেমন রহস্য ক্ষেত্রে এই এউতিখেসকে একেবারে শূন্য বলে গণ্য করতে হবে: তিনি ঈশ্বরের একমাত্র জনিতজনে আমাদের স্বরূপকে চিনে নিতে পারেননি, মরণশীল অবস্থার দীনতায়ও নয়, পুনরুত্থানের গৌরবেও নয়। তিনি তো ধন্য প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা যোহনের বিচারদণ্ডও ভয় করেননি, সেই যে যোহন বলেন, *যে কোন আত্মা যিশু খ্রিষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, তা ঈশ্বর থেকে; এবং যে কোন আত্মা যিশুকে বিলীন করে* (ঙ), *তা ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়, এমনকি এটা হল সেই খ্রিষ্টবৈরী* (চ)। বাস্তবিকই, যিশু থেকে মানব স্বরূপকে বিচ্ছিন্ন করা, এবং যে একমাত্র রহস্য দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করা হয়েছে তা নির্লজ্জ মিথ্যা কল্পনা দ্বারা শূন্য করা ছাড়া যিশুকে বিলীন করা বলতে আর কীবা বোঝায়? কেননা যে কেউ খ্রিষ্টের দেহের স্বরূপ সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছে, সে অবশ্যই ঠিক এ অন্ধকরণ দ্বারাই তাঁর যন্ত্রণাভোগ বিষয়েও ভ্রান্তিতে পতিত হয়। কিন্তু, সে যদি খ্রিষ্টের ক্রুশ মিথ্যা বলে গণ্য না করে ও তাঁর মৃত্যুর কথা বিশ্বাস ক'রে, তিনি যে ক্রুশদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, জগতের পরিত্রাণের খাতিরে তাঁর মেনে নেওয়া সেই দণ্ড যে সত্য এবিষয়ে সন্দেহ করে না, তাহলে সে মাংসও স্বীকার করুক, ও তিনি যে যন্ত্রণাসাপেক্ষ ছিলেন তা জেনে এটা অস্বীকার না করুক যে, তিনি আমাদের মত দেহের অধিকারী মানুষ ছিলেন: কেননা সত্যকার মাংসকে অস্বীকার করা বলতে দেহের যন্ত্রণাও অস্বীকার করা বোঝায়।

অতএব, যদি সেই এউতিখেস খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করে নেন ও সুসমাচারের প্রচার-বাণী থেকে নিজের কান সরিয়ে না দেন, তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন, সেই ক্রুশকাষ্ঠে কোন্ মাংস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ও পেরেক দ্বারা বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সৈন্যের বর্শা দ্বারা সেই ক্রুশবিদ্ধজনের পাশ উন্মুক্ত করে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন, সেই জল ও রক্ত কোথা থেকে উৎসারিত হয়েছে যাতে করে ঈশ্বরের মণ্ডলী সেই প্রক্ষালন ও পানীয় দ্বারা সিঞ্চিত হয়। সেই এউতিখেস সেই ধন্য প্রেরিতদূত পিতরকেও শুনুন (ছ) যিনি ঘোষণা করেন, [পবিত্র] আত্মার পবিত্রীকরণ খ্রিষ্টের রক্ত-সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে

সাধিত হয় (জ)। আরও, তিনি যেন একই প্রেরিতদূতের এ বাণী হালকা ভাবে না পড়েন, তথা, *একথা জেনে যে, তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিস্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে* (ঝ)। তিনি ধন্য প্রেরিতদূত সেই যোহনের সাক্ষ্যবাণীও প্রতিরোধ না করুন যিনি বলেন, *আর ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে* (ঞ); আরও, *আর যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ: আমাদের বিশ্বাস*; আরও, *বস্তুত, কেবা জগৎকে জয় করতে পারে, সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র? তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন: সেই যিশু খ্রিস্ট! শুধু জলে নয়, জলে ও রক্তে। আর আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য। বস্তুত সাক্ষী আছে তিনটি, আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনটির সাক্ষ্য এক* (ট): অর্থাৎ, পবিত্রীকরণের আত্মা, মুক্তিদানের রক্ত, ও বাপ্তিস্মের জল। এই তিনটি এক ও নিজ নিজ স্বতন্ত্রতায় বিরাজ করে ও সেগুলোর একটাও পারস্পরিক সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, কারণ কাথলিক মণ্ডলী এ বিশ্বাস থেকেই জীবিত আছে ও অগ্রসর হয়, তথা: সেই খ্রিষ্ট যিশুতে মনুষ্যত্বও ঈশ্বরত্ব-বিহীন নয়, ঈশ্বরত্বও মনুষ্যত্ব-বিহীন নয়।

৬। যেহেতু আপনাদের তল্লাসকালে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সেই এউতিখেস বলেছেন, 'আমি স্বীকার করি: আমাদের প্রভু একত্রীকরণের আগে দু'টো স্বরূপের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু সেই একত্রীকরণের পরে আমি একটামাত্র স্বরূপ স্বীকার করি', সেজন্য আমি এতে বিস্মিত যে, তাঁর তেমন অযৌক্তিক ও জঘন্য ঘোষণাকে বিচারকদের একজনেরও তিরস্কার দ্বারা নিন্দিত হয়নি, ও তেমন ঈশ্বরনিন্দাজনক ও অসার কথা নীরবতায় গৃহীত হয়েছে কেমন যেন নিন্দাজনক কিছুই শোনা হয়নি। কেননা যেমন অভক্তি ভরে ঘোষণা করা হয়, মাংসধারণের আগে ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র দু'টো স্বরূপের অধিকারী ছিলেন (ক), তেমনি মারাত্মক ভাবেও সজোরে ঘোষণা করা হয়, লোগোস-বাণী মাংস হওয়ার পরে (খ) একটামাত্র স্বরূপের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং, যেহেতু এউতিখেসের সেই কথাগুলো আপনাদের কোনও দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা খণ্ডন করা হয়নি, সেজন্য, হে প্রিয়তম ভ্রাতা, পাছে অবশেষে সেই এউতিখেস তাঁর উচ্চারিত একথাগুলো

সত্যাশ্রয়ী ও সহনীয় বলে গণ্য করেন, সেজন্য আমরা আপনার যত্নপূর্ণ তৎপরতাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি যাতে করে, ঐশদয়ার প্রেরণা গুণে এব্যাপার সন্তোষজনক ভাবে সমাপ্ত হলে আপনারা যেন তেমন মারাত্মক ধারণা থেকেও এই অনভিজ্ঞ মানুষের অবিবেচকতা নিরাময় করতে পারেন।

তাছাড়া, ঘটনা সংক্রান্ত বিবৃতি থেকে যেভাবে দাঁড়ায়, আপনাদের বিচারদণ্ডে বাধ্য হয়ে যখন সেই এউতিখেস ঘোষণা করলেন, তিনি আগে যা বলেননি তিনি তা এখন সমর্থন করছিলেন ও যে বিশ্বাসের প্রতি তিনি আগে অপর ছিলেন তিনি এখন সেই বিশ্বাস আঁকড়িয়ে ধরে রাখছিলেন, তখন তিনি ভালভাবেই নিজের দৃঢ় ভ্রান্তমত থেকে পিছটান দিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি নিজের ভক্তিহীন ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত আনাথেমা-দণ্ডাজ্ঞায় সম্মতি দিতে অনিচ্ছুক হলেন, সেজন্য আপনি ও আপনার ভ্রাতাগণ বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি নিজের ভ্রান্তিতে স্থিতমূল হয়ে থাকছিলেন ও সেজন্য দণ্ডাজ্ঞার বিচার গ্রহণের যোগ্য ছিলেন। তারপর, তিনি যদি এব্যাপারে অকপট ও পরিত্রাণদায়ী দুঃখ প্রকাশ করেন ও যদিও দেরি ক'রে এটা মেনে নেন, বিশপগণ কেমন ন্যায্যতা সহকারে নিজেদেরে অধিকার অনুশীলন করে থাকেন, ও পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তিনি যদি মুক্তকণ্ঠেই ও আপনাদের সবার সাক্ষাতে লিখিত আকারে নিজের যত ভ্রান্তমত নিন্দা করেন, তাহলে, নিজেকে সংশোধন করেছেন বিধায় তাঁর প্রতি যতখানি দয়া প্রদর্শিত হোক না কেন তা নিন্দার বিষয় হবেই না। কেননা যিনি *মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন* (গ) ও মানুষদের প্রাণ বিনাশে পাঠাবার জন্য নয়, কিন্তু তা পরিত্রাণ করার জন্য এসেছেন, সেই সত্যকার ও উত্তম পালক আমাদের সেই প্রভু ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁর দয়ার অনুকারী হই, কারণ যখন ন্যায্যতা পাপীকে শাস্তি দেয়, তখন যে মনপরিবর্তন করে, দয়া তাকে ফিরিয়ে দেয় না। কারণ, যখন মিথ্যা ধর্মতত্ত্ব তার নিজের সমর্থকদের দ্বারা নিন্দিত হয়, তখন সত্যকার বিশ্বাস অধিক ফলপ্রদ ভাবেই রক্ষা করা হয়।

এসমস্ত ব্যাপার যাতে ভক্তিসম্মত ও ধর্মসম্মত ভাবে নিষ্পন্ন করা হয়, সেজন্য আমরা আমাদের হয়ে আমাদের ভ্রাতা বিশপ যুলিউস, সাধু ক্লেমেন্ত গির্জার প্রবীণ রেনাতুস ও আমার প্রীতিভাজন পরিসেবক হিলারিউসকে প্রেরণ করেছি (ঘ)। এঁদের সঙ্গে আমরা

আমাদের আইনজ্ঞ সেই দুল্‌কিতিউসকেও প্রেরণ করেছি যাঁর বিশ্বস্ততা আমাদের কাছে সুপরিচিত, এবং ভরসা রাখি, ঈশ্বরের সাহায্য আপনাদের সহায়তা করবে যাতে, যিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন তিনি যেন নিজের ভ্রান্তি নিন্দা করায় পরিত্রাণ পান। হে প্রিয়তম ভ্রাতা, ঈশ্বর আপনাকে নিরাপদে রক্ষা করুন।

পত্রটা উৎকৃষ্ট আস্তুরিউস ও প্রতোগেনেসের রাষ্ট্রপ্রতিনিধিত্বকালে, ১৩ই জুনে প্রদত্ত।

---

১ (ক) 'আমি বিস্মিত': পত্রটা বিলম্বে পৌঁছেছে বিধায় পোপ লিও বিস্মিত; তেমন বিস্ময় বহুবিধ অব্যক্ত কারণ দ্বারা জনিত। কেননা তিনি রোম আসনের প্রাধান্য খ্রিষ্টমণ্ডলীর সর্বস্থানেই কার্যকর বলে গণ্য করছিলেন, কিন্তু প্রাচ্য দেশগুলোর বিশপগণ তাঁর সার্বজনীন মর্যাদা স্বীকার করলেও তবু তাঁদের মতে তাঁর আসনের কার্যকর প্রাধান্য কেবল রোমেই সীমাবদ্ধ ছিল। এজন্যই পোপ লিও এমনটা দেখান, দেশ যাই হোক না কেন খ্রিষ্টমণ্ডলীতে যা কিছু ঘটে সেবিষয়ে অবগত হওয়া রোমর বিশপের অধিকার।

(খ) সাম ৩৬:৪-৫ লাতিন পাঠ্য।

(গ) 'সে … কেমন জ্ঞান অর্জন করেছে?': পোপ লিও সেই এউতিখেস সম্পর্কে যে কঠোর কথা বলেন, তা এউতিখেসের বিপক্ষ দলের অভিযোগের উপরে স্থাপিত; তিনি সেই সন্ন্যাসীর বার্ধক্যের কথাও তত মূল্যায়ন করেন না যার কারণে এউতিখেস নিজের ধারণা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে বিঘ্নিত ছিলেন।

২ (ক) লোগোস-বাণী যে বাস্তবেই মাংস হলেন ও আমাদের মনুষ্যত্বের মত মনুষ্যত্ব ধারণ করলেন, পোপ লিও তা শাস্ত্রের বাণী দ্বারা প্রমাণিত করতে সচেষ্ট; এই কারণে যে, এবিষয়ে সেই এউতিখেসের অভিমত ভ্রান্তই ছিল, কেননা সেই এউতিখেস এক দিকে খ্রিষ্টকে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করতেন, কিন্তু অন্যদিকে, খ্রিষ্টের মাংস যে আমাদেরই মাংসের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন।

(খ) মথি ১:১।

(গ) রো ১:১-৩।

(ঘ) আদি ১২:৩; ২২:১৮।

(ঙ) গা ৩:১৬।

(চ) ইশা ৭:১৩।

(ছ) ইশা ৯:৫ লাতিন পাঠ্য।

(জ) লুক ১:৩৫ লাতিন পাঠ্য: এক শতাব্দী পূর্বে লাওদিকেয়ার বিশপ আপোল্লিনারিউসও সাধু লুকের সুসমাচারের একই বচন দ্বারা এটা সমর্থন করেছিলেন, খ্রিস্টের দেহ যেকোন মানবদেহের চেয়ে ভিন্ন (বিশপ আপোল্লিনারিউসের ধারণা সম্পর্কে নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরি ও আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল দ্রঃ)। সংক্ষেপে, বিশপ আপোল্লিনারিউস ও সন্ন্যাসী এউতিখেসের মতে খ্রিস্টের অলৌকিক গর্ভধারণ ও প্রসব মানুষ হিসাবেই যিশুর বিশিষ্টতা প্রমাণ করে, কিন্তু পোপ লিওর মতে এই বিশিষ্টতা খ্রিস্টের মনুষ্যত্ব ও যেকোন মানুষের মনুষ্যত্বের মধ্যকার পার্থক্য বিষয়ে কোন প্রমাণ দেয় না; এবং তিনি যে খ্রিস্টে বিদ্যমান 'যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন জীবনের প্রাণবায়ুর' কথা উল্লেখ করেন, সেসম্পর্কে বিবাদ বেশ কয়েক বছর আগে শেষ হয়েছিল। আরও, তিনি যে যুক্তি প্রয়োগ করেন, তা আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল (সুকেন্সুসের কাছে বিশপ সিরিলের প্রথম পত্র দ্রঃ)।

(ঝ) প্রবচন ৯:১ দ্রঃ।

(ঞ) যোহন ১:১৪ লাতিন পাঠ্য।

৩ (ক) 'একটামাত্র 'পের্সনা' (persona - ব্যক্তি])': ত্রিত্বতত্ত্বে 'পের্সনা' (ব্যক্তি) শব্দটা লাতিন মণ্ডলীগুলোতে প্রথমে তের্তুল্লিয়ানুস দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল; সেসময় থেকে শব্দটা লাতিন মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত হয়েছিল (সাধু হিলারিউস দ্রঃ)। গ্রীক ভাষায় 'পের্সনা' (ব্যক্তি) শব্দটা ছিল 'πρόσωπον' (প্রসোপোন), যা দ্বারা গ্রীক ধর্মতত্ত্ববিদগণ ত্রিত্বের হিপোস্তাসিস-ত্রয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতেন, যার ফলে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিল শব্দটা তত সমর্থন করতেন না। বাস্তবিকই, গ্রীক ভাষায় 'প্রসোপোন' শব্দটার মূল-অর্থ হল নাটকে ব্যবহৃত মুখোশ; এজন্যই অনেক পূর্বে অরিগেনেস 'প্রসোপোন' শব্দের বদলে 'হিপোস্তাসিস' (অর্থাৎ অস্তিত্বশীলতা) শব্দ প্রবর্তন করেছিলেন: এ এমন শব্দ যা সবার মতে আরও বেশি উপযোগী ছিল, অন্যদিকে 'প্রসোপোন' শব্দটা সবসময় এক প্রকার অবাস্তবতা ও অস্থায়িত্ব দ্বারা চিহ্নিত শব্দ; এজন্যই আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিল শব্দটা পছন্দ করতেন না। অন্যদিকে, লাতিন মণ্ডলীগুলো সেই গ্রীক শব্দের জটিলতা অনুভব করত না বিধায় 'প্রসোপোন' গ্রীক শব্দের অনূদিত লাতিন শব্দ 'পের্সনা' (persona - ব্যক্তি) ব্যবহার করছিল ও এখনও করে থাকে।

(খ) 'মধ্যস্থ': ১ তি ২:৫ লাতনি পাঠ্য দ্রঃ। খ্রিষ্টকে এক ও একই 'মধ্যস্থ' বলে চিহ্নিত করায় পোপ লিও, ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে খ্রিস্টের ভূমিকা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। এটাও স্মরণযোগ্য বিষয় যে, মাংসধারণ ক্ষেত্রে পোপ লিওর ব্যাখ্যা পরম্পরাগতই ছিল; সেই ব্যাখ্যা দাবি করত, ঐশ্বরিক লোগোস-বাণীর পক্ষে, মাংসধারণে, 'সম্পূর্ণ ও সিদ্ধতাপ্রাপ্ত' মনুষ্যত্ব ধারণ করা আবশ্যকীয়।

(গ) '…যেগুলো আদিতে স্রষ্টা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করলেন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধারণ করলেন': পোপ লিওর ধারণা এ: যদি একথা সত্য যে, খ্রিষ্ট 'সম্পূর্ণ ও সিদ্ধতাপ্রাপ্ত' মনুষ্যত্ব ধারণ করলেন, তখন কেউ না কেউ বলতে পারবে, যেহেতু পাপ মনুষ্যত্বে রোপিত

সেজন্য খ্রিষ্ট সেই পাপও ধারণ করলেন; ঠিক এ ধরনের আপত্তির বিপক্ষে পোপ লিও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেন, লোগোস-বাণী-ঈশ্বর মনুষ্যত্ব থেকে তাই মাত্র ধারণ করলেন যা তিনি নিজে সৃষ্টি করেছিলেন; সুতরাং, যেহেতু তিনি আদমের মধ্যে পাপ সৃষ্টি করেননি, সেজন্য তিনি তা ধারণ করেননি। সুতরাং এটাও স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, পাপ 'সম্পূর্ণ ও সিদ্ধতাপ্রাপ্ত' মনুষ্যত্বের একটা আবশ্যকীয় অংশ নয়।

(ঘ) 'শূন্যকরণ', অর্থাৎ, দাসের অবস্থা ধারণ করায় খ্রিষ্ট নিজেকে শূন্য করেছিলেন (ফিলি ২:৭ দ্রঃ)।

৪ (ক) পোপ লিওর এ ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে অধিক প্রচলিত হল, তা এমন ব্যাখ্যা যা অদ্বৈতস্বরূপ মতবাদের যত পন্থীও খণ্ডন করতে ব্যর্থ হল। বাস্তবিকই পোপ লিও যিশুর জীবনের নানা ঘটনা উল্লেখ করায় দেখান, খ্রিষ্টের মধ্যে ঐশ্বরিক কি কি আছে ও মানবীয় কি কি রয়েছে, কেমন যেন এ দিক দু'টো খ্রিষ্টে যৌথ ভাবে সহযোগিতা করার মাধ্যমে খ্রিষ্টের একটামাত্র 'পের্সনা' (persona, ব্যক্তিত্ব) ও একাধারে তাঁর স্বরূপদ্বয় সুন্দরভাবে আলোকিত হয়।

(খ) যোহন ১:১ লাতিন পাঠ্য।

(গ) যোহন ১:১৪ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) যোহন ১:৩।

(ঙ) গা ৪:৪।

(চ) মথি ৩:১৭।

(ছ) যোহন ১০:৩০; ১৪:২৮।

(জ) 'কেননা আমাদের কাছ থেকে তিনি সেই মনুষ্যত্বেরই অধিকারপ্রাপ্ত যে মনুষ্যত্ব পিতার চেয়ে নিম্ন, পিতা থেকে তিনি সেই ঈশ্বরত্বেরই অধিকারপ্রাপ্ত যা পিতার সমকক্ষ ঈশ্বরত্ব': পোপ লিওর এই বাক্যও পরবর্তীকালে সবার দ্বারা উল্লিখিত হল।

৫ (ক) 'ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশে দেওয়া হল ও তাঁকে সমাধি দেওয়া হল': 'Communicatio idiomatum' - (কম্মুনিকাতিও ইদিওমাতুম) বলে অভিহিত ধর্মতাত্ত্বিক নিয়ম, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য বা গুণ বিনিময় নিয়ম অবলম্বন করে পোপ লিও ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যু ও সমাধি বিষয়ে কথা বলতে পারেন; অর্থাৎ, সেই নিয়ম অনুসারে, ঈশ্বর বলে যাঁর বিষয়ে মৃত্যু ও সমাধি শব্দ আরোপণীয় নয়, পোপ লিও সেই ঈশ্বরের পুত্রের উপর মানবীয় মৃত্যু ও সমাধি আরোপ করেন।

(খ) ১ করি ২:৮।

(গ) ‘আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র’: মথি ১৬:১৩-১৬ দ্রঃ। এই ব্যাখ্যাও লক্ষণীয়, কেননা প্রেরিতদূত পিতরের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে পোপ লিও একটামাত্র সূত্রেই খ্রিষ্টের একত্ব ও তাঁর স্বরূপদ্বয় তুলে ধরেন; অর্থাৎ ‘খ্রিষ্ট’ নামটা খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব নির্দেশ করে, ও ‘ঈশ্বরের পুত্র’ নামটা তাঁর ঈশ্বরত্বকে নির্দেশ করে। সুতরাং, পোপ লিও বলতে চান, প্রেরিতদূত পিতরের স্বীকারোক্তিতে খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব ঘোষিত।

(ঘ) লুক ২৪:৩৯। পোপ লিও এখানেও দেখাতে চান, পুনরুত্থানের পরবর্তীকালীন নানা আত্মপ্রকাশ দ্বারাও যিশু নিজেই শিষ্যদের কাছে নিজেকে ঈশ্বরত্বের ও মনুষ্যত্বের অধিকারী বলে দেখালেন।

(ঙ) ‘যে কোন আত্মা যিশুকে বিলীন করে’: (১ যোহন ৪:২-৩ লাতিন পাঠ্য)। গ্রীক ভাষায় এই বাক্য ‘বিলীন করে’ এর স্থানে ‘স্বীকার করে না’ ব্যবহার করে; সুতরাং এ লাতিন পাঠ্য ব্যাখ্যা করে পোপ লিও ‘বিলীন’ শব্দটা প্রয়োগ করেন যা লাতিন ভাষায় ‘বিচ্ছিন্ন’ অর্থও বহন করে। এক কথায়, পোপ লিও বলতে চান, যে কোন আত্মা যিশুর ঈশ্বরত্ব তাঁর মনুষ্যত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই আত্মা খ্রিষ্টবৈরী।

(চ) ১ যোহন ৪:২-৩ দ্রঃ।

(ছ) ‘সেই এউতিখেস সেই ধন্য প্রেরিতদূত পিতরকেও শুনুন’: শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত বচনগুলো দ্বারাও পোপ লিও দেখাতে চান, মানুষের পরিত্রাণ যিশু দ্বারা ও ঈশ্বরের পুত্র দ্বারা, অর্থাৎ অনন্য খ্রিষ্টে বিদ্যমান স্বরূপ দু’টো দ্বারাই যৌথভাবে সাধিত হয়েছে।

(জ) ১ পি ১:২ দ্রঃ।

(ঝ) ১ পি ১:১৮।

(ঞ) ১ যোহন ১:৭ দ্রঃ।

(ট) ১ যোহন ৫:৪-৮। ‘বস্তুত সাক্ষী আছে তিনটি, আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনটির সাক্ষ্য এক’: এখানেও পোপ লিও ত্রিত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা অর্পণ করেন, যা অনুসারে ‘আত্মা’ শব্দটা খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও ‘জল ও রক্ত’ শব্দ দু’টো তাঁর মনুষ্যত্ব নির্দেশ করে। তবে পোপ লিওর ব্যাখ্যা অনুসারে এখানেও খ্রিষ্টের স্বরূপ দু’টো পরিত্রাণ কর্মে যৌথ ভাবে সহযোগিতা প্রদান করে।

৬ (ক) ‘মাংসধারণের আগে ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র দু’টো স্বরূপের অধিকারী ছিলেন’: পোপ লিও তেমন ধারণা ভক্তিহীন মনে করেন, কেননা কুমারী মারীয়া থেকে ধারণ করা খ্রিষ্টের মানব স্বরূপ মাংসধারণের আগে অস্তিত্বশীল বলে গণ্য করা সম্ভব নয়। আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিলও এধরনের ধারণা সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত সমস্যা বিষয়ে সচেতন হওয়ায় এমনটা বলেছিলেন যে, ধারণা তাত্ত্বিক মাত্র, বাস্তবমুখী নয় (সুকেন্সুসের কাছে আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল, ৬ দ্রঃ)।

(খ) যোহন ১:১৪ দ্রঃ।

(গ) যোহন ১০:১১।

(ঘ) আমি ‘আমার প্রীতিভাজন পরিসেবক হিলারিউসকে প্রেরণ করেছি’ : প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে, অর্থাৎ প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যে স্থিত প্রদেশগুলোতে (যেমন মিশর, সিরিয়া, আনাতোলিয়া ইত্যাদি প্রদেশে) অনুষ্ঠিত যত বিশ্বজনীন মহাসভায় রোমের বিশপকেও আহ্বান করা হত। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনুসারে রোমের বিশপ নিজে যেতেন না, কিন্তু নিজের একজন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করতেন। কিন্তু তবুও, যেকোন বিশ্বজনীন মহাসভার ফলাফল কার্যকর হবার জন্য রোমের বিশপের সম্মতি প্রয়োজন ছিল।

পরিশিষ্ট

খাল্কেদোন-মহাসভার বিশ্বাস-সূত্র

(প্রথমাংশের শেষাংশ)

সূচীপত্র

৪৪৯ সালে, আগষ্ট মাসে, এফেসস শহরে অনুষ্ঠিত মহাসভার ব্যবস্থা কনস্তান্তিনোপলিসের রাজদরবার ও বিশপ দিওস্করুস দ্বারা যৌথভাবে সঠিক করা হয়েছিল; সম্রাট থেওদোসিউস ও বিশপ দিওস্করুস দু'জনেই অদ্বৈতস্বরূপের সমর্থক হওয়ায় মহাসভার উদ্দেশ্যই প্রভাবশালী সেই সন্ন্যাসী এউতিখেসকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। যেহেতু সন্ন্যাসী এউতিখেসের বিরোধী পক্ষ সেই আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর বিশপগণের মধ্য থেকে কেবল কয়েজনকেই আহ্বান করা হয়, সেজন্য সন্ন্যাসী এউতিখেসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিনা আপত্তিতে হয়, এমনকি সমাবেশের সভাপতি সেই বিশপ দিওস্করুস বিরোধী বিশপ ফ্লাবিয়ানুসকে দণ্ডিতও করতে পারেন। তাতে এমন গণ্ডগোল হয় যা শেষে ক্ষত-বিক্ষত বিশপ ফ্লাবিয়ানুস মারা যান। সেই উপলক্ষে আন্তিওখিয়ার বিশপ দম্নকে ও সেইসঙ্গে অনুপস্থিত বিশপ থেওদোরেতোস ও এদেসার বিশপ ইবাকেও পদচ্যুত করা হয়। ৪৩১ সালের এফেসসের মহাসভায় যেমন, তেমনি এই মহাসভায় ধর্মতাত্ত্বিক কোন দলিল জারীকৃত হয় না। উল্লেখযোগ্য বিষয়: উপরোল্লিখিত ফন্দি-ফিকিরের জন্য পোপ লিও এফেসসের এ ২য় মহাসভাকে 'লুঠতরাজ মহাসভা' বলে চিহ্নিত করেন।

মনে হচ্ছিল, বিশপ দিওস্করুসের ও অদ্বৈতস্বরূপ সমর্থনকারীদের উদ্দেশ্য এবার সিদ্ধ। কিন্তু ২৮শে জুলাই ৪৫০ সালে সম্রাট থেওদোসিউসের আকস্মিক মৃত্যু ব্যাপারটা উল্টিয়ে দেয়, কেননা সম্রাটের বোন যিনি, সেই অতি প্রভাবশালী পুলখেরিয়া দ্বৈতস্বরূপের সমর্থনকারী হওয়ায় মৃত সম্রাটের পক্ষপাতী বিশপদের একেবারে বিরোধী ছিলেন। তিনি সেনাপতি মার্কিয়ানুসকে বিবাহ করায় নিজের আসন আরও বেশি মজবুত করে দ্বৈতস্বরূপ পন্থী বিশপদের পক্ষে অদ্বৈতস্বরূপ-পন্থী বিশপদের বিরুদ্ধে শাসন-

প্রণালী শুরু করে দেন। তেমন শাসন-প্রণালীর প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসাবে দাঁড়ান রোমের বিশপ তথা সেই পোপ লিও যাঁর ধর্মতাত্ত্বিক পত্র মহাসভায় পাঠ করা হয়নি বলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। যাই হোক, আগেকার পরিস্থিতিতে যাঁরা নির্বাসিত হয়েছিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে সেই সমস্ত বিশপগণ ও দ্বৈতস্বরূপ সমর্থনকারীগণ ফিরে আসেন ও সন্ন্যাসী এউতিখেসকে তাঁর মঠ থেকে দূর করে দেওয়া হয়। এতে পোপ লিও সন্তুষ্ট, কিন্তু সম্রাট মার্কিয়ানুস মনে করেন, নতুন একটা মহাসভা আহ্বান করা বাঞ্ছনীয়, এবং সেই অনুসারে খাল্কেদোন বিশ্বজনীন মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহাসভাটার উদ্বোধন ১লা সেপ্টেম্বর ৪৫১ সালে হয়: তাতে ৬০০ জনের অধিক বিশপ যোগদান করেন। মহাসভা সর্বপ্রথমে বিশপ থেওদোরেতোস ও বিশপ ইবাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ও মৃত বিশপ ফ্লাবিয়ানুসের স্মৃতিও সম্মানিত করে; তারপর ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়। তেমন আলোচনা অল্প সময়ের মধ্যে তীব্র তর্কাতর্কিতে পরিণত হয়, কেননা অদ্বৈতস্বরূপ পন্থী যে সকল বিশপ সম্রাটের সম্মানার্থে অদ্বৈতস্বরূপ পন্থী বিশপ দিওস্করুস ও সন্ন্যাসী এউতিখেসের পদচ্যুতি মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরা আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রয়াত বিশপ সিরিলের অদ্বৈতস্বরূপ ভিত্তিক খ্রিষ্টতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে দ্বৈতস্বরূপ ভিত্তিক খ্রিষ্টতত্ত্ব গ্রহণ করে নিতে সম্মত নন। যাই হোক না কেন, অবশেষে একটা আপস-মিমাংসা গৃহীত হয় যা অনুসারে পোপ লিওর পত্রে উপস্থাপিত খ্রিষ্টতত্ত্ব গ্রহণ করে ও বিশপ সিরিলের সমস্যাজনক পত্রগুলো, তথা সেই বারোটা দফা সহ বিশপ নেস্তরিউসের কাছে তাঁর তৃতীয় পত্র ও বিশপ সুকেন্সুসের কাছে তাঁর পত্রগুলো উল্লেখ না করে কিন্তু বিশপ নেস্তরিউসের কাছে কেবল তাঁর দ্বিতীয় পত্র উল্লেখ করে বিশপ সিরিলের শুভময় স্মৃতি রক্ষা করে।

উপসংহার: খাল্কেদোন-মহাসভার বিশ্বাস-সূত্র একপ্রকারে ৪৩৩ সালে জারীকৃত সেই ‘পুনর্মিলন-সূত্র’ পুনরুপস্থাপন করে (আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল দ্রঃ)। তাতে ঘোষণা করা হয়, খ্রিষ্টের দু’টো স্বরূপ তাঁর একটামাত্র ‘প্রসোপোনে’ (ব্যক্তিতে বা ব্যক্তিত্বে) ও একটামাত্র ‘হিপোস্তাসিসে’ (অস্তিত্বশীলতায়) বিরাজিত; এর ফলে খ্রিষ্টের একত্বও প্রাধান্য পায়, স্বরূপ দু’টোর পরস্পর বিশিষ্টতাও একই প্রাধান্য পায়; এর অর্থ, এই সূত্রে অদ্বৈতস্বরূপ ভিত্তিক সেই দণ্ডিত খ্রিষ্টতত্ত্বের জন্য প্রবেশাধিকার এবার একেবারে বন্ধ।

Ὅρος πίστεως

“Επόμενοι τοίνυν τοῖς ἁγίοις πατράσιν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνδρωπότητι, θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτόν, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁμοούσιον τὸν αὐτὸνἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας· πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ' ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι' ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου τῆς θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστόν, υἱόν, κύριον, μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον· οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἐν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης, οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν καὶ μονογενῆ, θεὸν λόγον, κύριον Ἰησοῦν Χριστόν· καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐξεπαίδευσε καὶ τὸ τῶν πατέρων ἡμῖν παραδέδωκε σύμβολον.

COD pp. 86-87

এজন্য, পবিত্র পিতৃগণকে অনুসরণ করে আমরা সকলকে মিলিত কণ্ঠে সেই এক ও একই পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টকে স্বীকার করতে শেখাই, যিনি নিজেই ঈশ্বরত্বে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত ও নিজেই মনুষ্যত্বে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত (ক), নিজে সত্যকার ঈশ্বর ও সত্যকার মানুষ, যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণের ও দেহের অধিকারী, ঈশ্বরত্ব অনুসারে পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী ও তিনি নিজেই মনুষ্যত্ব অনুসারে আমাদের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, পাপ ছাড়া সবকিছুতেই আমাদের সদৃশ। ঈশ্বরত্ব অনুসারে যুগগুলোর পূর্বে পিতা থেকে জনিত হয়ে, শেষ দিনগুলোতে তিনি নিজেই আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে মনুষ্যত্ব অনুসারে ঈশ্বরজননী কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন: সেই এক ও সেই একই খ্রিষ্ট, পুত্র, প্রভু, একমাত্র জনিতজন, যিনি একীভূতি ছাড়া, পরিবর্তন ছাড়া, বিভাজন ছাড়া ও বিচ্ছিন্নতা ছাড়া (খ) দু'টো স্বরূপে নিজেকে জ্ঞাত করেন (গ)। যেহেতু সেই একত্রীকরণের কারণে স্বরূপদ্বয়ের পার্থক্য আদৌ বাতিল করা হয়নি বরং এক একটা স্বরূপের বৈশিষ্ট্যগুলো সংরক্ষিত হল ও একটামাত্র 'প্রসোপোনে' [ব্যক্তিত্বে] ও একটামাত্র 'হিপোস্তাসিসে' (ঘ) সহ-প্রবাহমান হল, সেজন্য তাঁকে দু'টো 'প্রসোপোনে' বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা হয় না, কিন্তু এক ও একই হলেন সেই পুত্র ও একমাত্র জনিতজন, সেই লোগোস-বাণী-ঈশ্বর, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট। এইভাবেই প্রাচীনকালে নবীগণ তাঁর বিষয়ে ও পরে স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আমাদের শিক্ষা দিলেন, ও পিতৃগণের বিশ্বাস-সূত্র (ঙ) তাই আমাদের সম্প্রদান করল।

(ক) এখানে ও পরবর্তী সূত্রে সূক্ষ্মতম ভারসাম্য লক্ষণীয় যা পোপ লিওর পত্রের মন অনুসারে দুই দিক দিয়ে খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব উপস্থাপিত।

(খ) 'একীভূতি ছাড়া, পরিবর্তন ছাড়া, বিভাজন ছাড়া ও বিচ্ছিন্নতা ছাড়া': বিশপ সিরিলের ও সন্ন্যাসী এউতিখেসের অদ্বৈতস্বরূপ-চরমপন্থীরা 'একীভূতি' ও 'পরিবর্তন' শব্দদ্বয় সমর্থন করতেন; অন্যদিকে বিশপ নেস্তরিউসের দ্বৈতস্বরূপ-পন্থীরা 'বিভাজন' ও 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দদ্বয় সমর্থন করতেন। তাতে খাল্কেদোন-মহাসভার এ সূত্র সেই সমস্ত মতবাদ প্রকাশ্যে বর্জন করে। 'ছাড়া' শব্দটা চারবার পুনরুচ্চারণ করার অভিপ্রায়ই যেন এটা উপলব্ধি করা হয় যে, সম্পূর্ণ ও সিদ্ধতাপ্রাপ্ত দু'টো স্বরূপ রহস্যময় ভাবেই একটামাত্র ব্যক্তিত্ব সেই খ্রিষ্টে যোথভাবে প্রবাহমান।

(গ) তিনি 'দু'টো স্বরূপে নিজেকে জ্ঞাত করেন' : এখানে সাধু সিরিল, সন্ন্যাসী এউতিখেস ও অন্যান্য অদ্বৈতস্বরূপ-পন্থীদের সেই অভিমত একেবারে বাতিল করা হয় যা অনুসারে মনুষ্যত্ব-ধারণের আগে খ্রিষ্ট দু'টো স্বরূপ থেকে উদ্ভূত কিন্তু তাঁর মনুষ্যত্ব-ধারণের পরে তিনি দু'টো স্বরূপে অস্তিত্বশীল নন।

(ঘ) 'একটামাত্র 'হিপোস্তাসিস' : উপরে ('গ' টীকায়) বিশপ সিরিলের খ্রিষ্টতত্ত্বের একটা সূত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এখানে তাঁর খ্রিষ্টতত্ত্বের একটা দিক তথা 'হিপোস্তাসিস' তত্ত্ব গৃহীত।

(ঙ) এখানে অবশ্যই ৩২৫ সালের নিকেয়া-মহাসভার জারীকৃত বিশ্বাস-সূত্রকে নির্দেশ করা হচ্ছে যা ৩৮১ সালের কনস্তান্তিনোপলিস-মহাসভার বিশ্বাস-সূত্র দ্বারা সমন্বিত।